উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা - ফকিরহাট, জেলা – বাগেরহাট

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফকিরহাট, বাগেরহাট

সহায়তায়

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রাককথন

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবন দেশ। নানাবিধ দুর্যোগের ঘনঘটায় বছরব্যাপী এ দেশের মানুষকে দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবনজীবিকা পরিচালনা করতে হয়। প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে উপকূলের মানুষের জানমালের নজীরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞের কারণ ইতিহাস বাংলাদেশে নতুন নয়। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস ছাড়াও বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাষণ, অর্থনীতি, অবকাঠামো ও পরিবেশ-প্রতিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্যোগের এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই তৃনমূল বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবেই বর্তমান সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচী (সিডিএমপি) উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।

পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য হলো-

পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা এবং একইসাথে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ। এই পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করবে।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে উন্নয়ন সংগঠন রূপান্তর সিডিএমপির নির্দেশনা, গাইডলাইন এবং ফকিরহাট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা এবং পরামর্শ অনুযায়ী ফকিরহাট উপজেলার জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ করেছে। প্রণীত পরিকল্পনাটিতে ফকিরহাটের ভৌত অবকাঠামোর চিত্রসহ উপজেলার সার্বিক তথ্য সন্নিবেশিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় রূপ দেয়া হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগের পূর্বে যে কোন ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচী প্রণয়নে এটি দিকনির্দেশনার কাজ করবে। একই সাথে দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচীতে আমি পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি পরিকল্পনাটি ফকিরহাটে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(শেখ শরিফুল কামাল কারিম)
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
এবং
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, ফকিরহাট, বাগেরহাট

যে কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবন দেশ। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসসহ নানাবিধ দুর্যোগের বিরুদ্ধে বছরব্যাপী এ দেশের মানুষকে সংগ্রাম করে জীবনজীবিকা পরিচালনা করতে হয়। প্রায় প্রতি বছরই উপকূলীয় এলাকা উল্লেখিত দুর্যোগে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় ছিল না কোন কর্মপকিল্পনা। কার্যকরভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রস্তুতি গ্রহণেও ছিল না কোন দিকনিদের্শনা। এমনি বাস্তবতায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ফকিরহাট উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন সংগঠন রূপান্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচী (সিডিএমপি) সহায়তা এবং দিকনিদের্শনায় ফকিরহাট উপজেলার জন্য প্রণয়ন করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য হলো-

পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা এবং একইসাথে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।

প্রণীত পরিকল্পনাটিতে ফকিরহাটের ভৌত অবকাঠামোর চিত্রসহ উপজেলার সার্বিক তথ্য সন্নিবেশিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় রূপ দেয়া হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগের পূর্বে যে কোন ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচী প্রণয়নে এটি দিকনিদের্শনার কাজ করবে। একই সাথে দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচীতে আমি পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি পরিকল্পনাটি ফকিরহাটে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসসহ তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি ০৬
১.১ পটভূমি ০৬
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ০৬
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি ০৬
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ০৬
১.৩. ২ আয়তন ০৭
১.৩.৩ জনসংখ্যা ০৭
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে ০৮
১.৪.১ অবকাঠামো ০৮
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ ১০
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু ১৯
১.৪.৪ অন্যান্য ২০
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা ২২
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ২২
২.২ জেলা/উপজেলার আপদসমূহ ২৩
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা ২৩
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২৪
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ২৫
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ ২৬
২.৭ সামাজিক মানচিত্র ২৮
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ২৯
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩০
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩০
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৩১
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ৩৩
২.১৩ জলবায়ু পরির্তন এব তার সম্ভাব্য প্রভাব ৩৩
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ৩৫
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৩৫
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৩৫
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩৬
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৩৬
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৩৬
৩.৪.২ দুর্যোগকালীন ৩৭
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী ৩৭
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে ৩৮
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান ৩৯
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার ৩৯
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা ৩৯
৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা ৩৯
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৪০
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৪০
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৪০

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ৪১
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষণাবেক্ষন ৪১
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৪১
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৪১
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৪১
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৪১
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৪২
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৪২
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (উঙঈ) পরিচালনা ৪২
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৪২
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৪২
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৪৬
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৪৮
৪.৬ অর্থায়ন ৪৮
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৪৯
পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৫১
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৫১
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ৫১
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৫১
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ৫১
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৫২
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ৫২
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৫২
সংযুক্তি ২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৫৩
সংযুক্তি ৩ উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৫৫
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৬৩
সংযুক্তি ৫ এক নজরে উপজেলা ৬৬
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৬৭
সংযুক্তি ৭ সামাজিক মানচিত্র
সংযুক্তি ৮ ঝুঁকি মানচিত্র
সংযুক্তি ৯ নিরাপদ মানচিত্র

প্রথম অধ্যায়:
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি : দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলায় কমবেশি দুর্যোগ আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলা অন্যতম। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলা একটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার প্রধান দুর্যোগ। প্রায় প্রতি বছর এখানে দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনা ইতিপূর্বে তৈরী করা হয়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ফকিরহাট উপজেলার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য :

পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।

স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।

অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্ণবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।

একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।

সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি :

১.৩.১. উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান: বাগেরহাট জেলার অর্ন্তগত এবং বিভাগীয় শহর থেকে খুলনা ২৭ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ফকিরহাট উপজেলা অবস্থিত। উপজেলাটি বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে ৭ জুন ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ ষ্টেশন গঠনের মাধ্যমে ফকিরহাট থানা গঠিত হয়। পরবর্তিতে ১ আগষ্ট, ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যদিয়ে ফকিরহাট উপজেলা প্রবর্তন হয়। ফকিরহাট নামকরণের প্রকৃত কোন ইতিহাস না পাওয়া গেলেও স্থানীয় জনগণের কথিত মতে, খ্যাতিমান মুসলিম আধ্যাত্বিক নেতা ফকির মঙ্গল শাহ&'র নামকরণে ফকিরহাট নামের পরিচিতি লাভ করে। ফকির মঙ্গল সাহা উপজেলার আট্টাকি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং তিনি ফকিরহাট নামে একটি বড় ব্যবসায়ী কেন্দ্র/হাট স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকভাবে মঙ্গলিয়ান জাতিসহ বিভিন্ন ধর্মের অধিবাসীবৃন্দ সংমিশ্রনের মাধ্যমে অত্র এলাকায় বসবাস করতেন।

খুলনা-মাওয়া-ঢাকা (কাওড়াকান্দি) মহাসড়ক, খুলনা-বাগেরহাট সড়ক ও খুলনা-মোংলা সড়ক উপজেলার মধ্য দিয়ে অবস্থিত। এ সড়ক ও মহাসড়কের দৈর্ঘ্য মোট ২০ কিঃ মিঃ। ফকিরহাট উপজেলার উত্তরে বাগেরহাট জেলার মোল্ল্যাহাট উপজেলা অবস্থিত, পশ্চিমে বাগেরহাট সদর ও চিতলমারি উপজেলা, দক্ষিণে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলা এবং পূর্বে খুলনা জেলার রূপসা ও বটিয়াঘাটা উপজেলা অবস্থিত। উপজেলার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা যেমনঃ উচুঁ মাটি-২৭৪০ হেক্টর, মাঝারী উচুঁ-৩২৮৭ হেক্টর, মাঝারী নীচু-৩৩০৬ হেক্টর, নীচু সমতল ভূমি-৬৪৮ হেক্টর রয়েছে (**তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা**) ।

এ উপজেলায় স্থায়ী কোন বনাঞ্চল নেই, তবে উপজেলা সামাজিক বন বিভাগের মাধ্যমে কিছু বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তা পর্যাপ্ত নয় । তেল, গ্যাস, কয়লার মত কোন খনিজসম্পদ উপজেলায় নেই । উপজেলার সব ইউনয়নেই লবণাক্ততা রয়েছে আবার মিষ্টি পানির উৎসও রয়েছে। এ কারণে খাবার পানির তেমন অসুবিধা না হলেও লবণাক্ত পানির জন্য কৃষকদের আউশ ধানসহ রবি শস্য ও শীতকালীন সব্জির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১.৩.২ আয়তন : ১৬০.৬৮ বর্গকিলোমিটার (৩৯,৭০৫ একর), ৬৭-মৌজা

নম্বর	উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
১	ফকিরহাট	বেতাগা	১. মাসকাটা ২. ধনপোতা ৩. শ্রী-কৃষ্ণপূর ৪. বেতাগা ৫. জয়পূর বেতাগা ৬. কুমারখালি ৭. বিঘাই ৮. কিসমত বিঘাই ৯. সুরলিয়া ১০. ষাটতলা = ১০টি
২		লখপুর	১. লখপুর ২. খাজুরা ৩. বল্লবপূর ৪. কাহারডাঙ্গা ৫. কারিবুনিয়া ৬. জাড়িয়া মাইটকোমড়া ৭. জাড়িয়া কাহারডাঙ্গা ৮. ভট্রখামার ৯. ভবনা = ৯টি
৩		পিলজংগ	১. বালিয়াডাঙ্গা ২. নোয়াপাড়া ৩. বৌলতলী ৪. শ্যামবাগাত ৫. বেড়বাড়ি ৬. পিলজংগ ৭. শাহাপূর = ৭টি
৪		ফকিরহাট	১. আট্রাকী ২. বারাশিয়া ৩. কাঠালতলা ৪. পাগলা শ্যামনগর ৫. উত্তরপাড়া ৬. পাগলা দেয়াপাড়া ৭. সাতশিকা ৮. ব্রাক্ষন রাংদিয়া ৯. জাড়িয়া ১০. সিংগাতি ১১. পাইকপাড়া ১২. হোগলডাঙ্গা = ১২টি
৫		বাহিরদিয়া	১. মানসা ২. বাহিরদিয়া ৩. আট্রাকা ৪. হোচলা ৫. সাতবাড়িয়া ৬. লালচন্দ্রপুর ৭. বড়বাড়িয়া = ৭টি
৬		নলধা মৌভোগ	১. বিল মৌভোগ ২. নলধা ৩. কামটা ৪. কাথলী ৫. ঝালহাটি = ৫টি
৭		মুলঘর	১. মূলঘর ২. চর ভৈরব ৩. খড়রিয়া ৪. সোনাখালী ৫. রাজপাট ৬. কলকলিয়া ৭. চক কলকলিয়া ৮. রাধাগাতী ৯. পুটিয়া ১০. গুড়গুড়িয়া ১১. ফলতিতা ১২. গোলবাড়ী = ১২টি
৮		শুভদিয়া	১. ঘন শ্যামপূর ২. তেকাটিয়া ৩. দেয়াপাড়া ৪. ছোট শুভদিয়া ৫. বড় শুভদিয়া = ৫টি

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস

১.৩.৩ জনসংখ্যা

নং	ইউনিয়ন	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)		বৃদ্ধ (৬০+)		প্রতিবন্ধি		মোট জনসংখ্যা	পরিবার /খানা	ভোটার
				নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ			
১	বেতাগা	৪০৭০	৪১৬০	১৭৪২	১৭৬৮	৬৯৪	৭০৪	১৫৩	১৫৬	১৩৪৪৭	৩৪১৪	৯৮৩২
২	লগপুর	৫৮৯৫	৫৯৬৬	৩২৩২	৩২৮০	৮৫১	৮৬৪	১৬২	১৬৫	২০৪১৫	৪৮০৮	১২৯২০
৩	পিলজংগ	৫৭৮৭	৫৫৫৯	২৮০৭	২৮৪৮	৮৫৭	৮৭০	১২৩	১২৪	১৮৯৭৫	৪৫৬৫	১২৮৪৯
৪	ফকিরহাট	৭৬৭১	৭৫৫০	৩৬০৯	৩৬৬৩	১০৯৫	১১১২	১৮৭	১৮৯	২৫০৭৬	৬২০৫	১৬৮৮১
৫	বাহিরদিয়া	৪৩৬১	৪৪১৪	২১৬৩	২১৯৫	৬৪১	৬৫০	১২৪	১২৫	১৪৬৭৩	৩৫৩৫	৯৯৭৬
৬	মুলঘর	৪৪৯৫	৪২৭৮	২১৬৯	২২০২	৭০৩	৭১৪	১৭৮	১৮০	১৪৯১৯	৩৪১৪	১০৫২৯
৭	শুভদিয়া	৪০৮০	৪২০৯	১৮৯৪	১৯২২	৭৪২	৭৫৪	৬২	৬২	১৩৭২৫	৩৫০১	১০২০৬
৮	নলধা মৌভোগ	৫০৯৩	৪৭০৯	২৫৪০	২৫৭৭	৬৯৯	৭০৯	১১৫	১১৭	১৬৫৫৯	৩৬৯১	১০৯২৭
মোট	৮টি	৪১৪৫২	৪০৮৪৫	২০১৫৬	২০৪৫৫	৬২৮২	৬৩৭৭	১১০৪	১১১৮	১৩৭৭৮৯	৩৩১৩৩	৯৪১২০
				৪০৬১১		১২৬৫৯		২২২২				

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ :

ফকিরহাট উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন ১টি পোল্ডার রয়েছে, পোল্ডার নং- ৩৬/১। রামপাল উপজেলার উজলকুল ইউনিয়নের শেষ সীমানা থেকে মূলঘর ইউনিয়নের (গোদাড়া) শেষ সীমানা পর্যন্ত- ৫কিঃ মিঃ এবং মৌভোগ ও ঘাট মৌভেগের সীমানা থেকে বাগেরহাট সদর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন পর্যন্ত- ১০কিঃ মিঃ = মোট ১৫ কিঃমিঃ। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তর থেকে বাস্তবায়িত নলধা মৌভোগ, বাহিরদিয়া ও ফকিরহাট ইউনিয়নের মধ্যে ১০ কিঃ মিঃ বাঁধ রয়েছে ।

(তথ্যসুত্রঃ ডাব্লিউ ডি বি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দপ্তর)

স্লুইচ গেট :

ফকিরহাট উপজেলায় ১৬টি স্লুইচ গেট রয়েছে। ১টি এলজিইডি ও ১৫টি ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত।
লখপূর ইউনিয়নে মাসকাটা খালের উপর ৬ রেগুলেটর বিশিষ্ট স্লুইচগেট, এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে ভাল আছে।
লখপূর ইউনিয়নে যুগিখালী নদীর উপর ১০ রেগুলেটর বিশিষ্ট স্লুইচগেট, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে আংশিক ভাল আছে।
শুভদিয়া ইউনিয়নে (গোরস্তা বাজার) ভোলা নদীর উপর ৪ রেগুলেটর বিশিষ্ট স্লুইচগেট, পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে ভাল অবস্থায় নেই। এছাড়া ইউনিয়নে আরো দুইটি স্লুইচগেট রয়েছে-কাটাখালী ও শাপখালী গেট।
(ক) মূলঘর ইউনিয়নে চিত্রা নদীর উপর ২২ রেগুলেটর বিশিষ্ট গোদাড়া স্লুইচগেট, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে গেটটি ৪০% কার্যকরী রয়েছে। এছাড়া ইউনিয়নে আরো ১টি স্লুইচগেট রয়েছে - পুটিয়া গেট।
মূলঘর ইউনিয়নে ভৈরব নদীর উপর ২ রেগুলেটর বিশিষ্ট সোনাখালী স্লুইচগেট, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে গেটটি ভাল অবস্থায় নেই।
নলধা মেŠভোগ ইউনিয়নে ভৈরব নদীর উপর ২ রেগুলেটর বিশিষ্ট মানসা স্লুইচগেট, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে গেটটি ভাল নেই।
পিলজংগ ইউনিয়নে যুগিখালী খালের উপর ৪ রেগুলেটর বিশিষ্ট বোউলতলী স্লুইচগেট, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে গেটটি ভাল নেই।
বাহিরদিয়া ইউনিয়নে যুগিখালী খালের উপর ২ রেগুলেটর বিশিষ্ট গাবখালী স্লুইচগেট, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে গেটটি ভালো নেই।
বেতাগা ইউনিয়নে ৩টি স্লুইচগেট রয়েছে - কুমারখালী, গজার গেট ও চাকুলী গেট (গেটগুলো ভালো নেই)।
ফকিরহাট ইউনিয়নে ১টি স্লুইচগেট রয়েছে - ভৈরব নদীর সংযোগ মীরখালী খালের উপর।

(তথ্যসূত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন পরিষদ)

ব্রীজ :

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৩০ মিটারের উপরে ৫টি, ২০ মিটার ১টি ও ১২ মিটারের ৪টি- মোট **১০টি** ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলো অবস্থান ভৈরব নদীর উপর ৫টি, যুগিখালী খালের উপর ৪টি ও মাসকাটা খালের উপর ১টি।
ইউনিয়নভিত্তিক তথ্যঃ
১. বাহিরদিয়া ইউনিয়নে ৩টি ২. ফকিরহাট ইউনিয়নে ৩টি ৩. লখপূর ইউনিয়নে ৩টি ৪.বেতাগা ইউনিয়নে ১টি। সকল ব্রীজ কার্যকরী অবস্থায় আছে **(তথ্যসূত্রঃ এলজিইডি, ফকিরহাট)** ।

এছাড়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ২০০৯-১৩ পর্যন্ত নলধা মৌভোগ ইউনিয়নে কয়রা খালের উপর ২টি, মূলঘর ইউনিয়নে কালীগংঙ্গা নদীর উপর ১টি, ফকিরহাট ইউনিয়নে মীরখালী বিলের খালের উপর ১টি ও বালের খালের উপর ১টিসহ ৫টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজগুলো ভাল অবস্থায় আছে

(তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়) ।

কালভার্ট :

উপজেলায় ১২ মিটারের নিচে সর্বমোট কালভার্টের সংখ্যা- ৪৭১টি। সকল কালভার্ট ভাল অবস্থায় আছে। উপজেলা প্রকৌশলীর তথ্য মতে ১২ মিটারের নিচে অবোকাঠামোগুলি কালর্ভাট হিসাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে **(তথ্যসূত্রঃ এলজিইডি, ফকিরহাট)** ।

রাস্তা :

ফকিরহাট উপজেলায় মোট রাস্তার সংখ্যা ২২৯টি যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য - ৬৬১ কিঃ মিঃ। মাটির রাস্তা ৪৪৯ কিঃ মিঃ, বিটুমিন কার্পেটিং রাস্তা সর্বমোট-২০৩ কিঃ মিঃ এবং ডাব্লিউবিএম/এইচবিবি রাস্তা সর্বমোট ৯ কিঃমিঃ।

বাহিরদিয়া ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ৩৯টি যার মোট দৈর্ঘ্য-১০১.২৮ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-৩২.৯১ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৬৮.৩৭ কিঃমিঃ।

বেতাগা ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ৬০টি যার দৈর্ঘ্য- ১৩০.০০ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-৩৬.৮০ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৪২.৪৯ কিঃমিঃ ও এইচ বি বি ৫০.৭১ কিঃমিঃ|

ফকিরহাট ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা-৪৮টি। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য- ১২০.৯৬ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-৩৯.৮৩ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৮১.১৩ কিঃমিঃ।

লখপূর ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ৩০টি। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৭৪.৩৩ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-২৮.৮৬ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৪৫.৪৭ কিঃমিঃ।

মূলঘর ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ২৬টি। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৬৭.২৯ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-২৫.৫১ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৪১.৭৮ কিঃমিঃ।

মৌভোগ ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ১৮টি। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৬৪.৫৪ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-২৮.৫৮ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৩৫.৯৬ কিঃমিঃ।

পিলজংগ ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ৩৩টি। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য- ১০৪.৬৮ কিঃমিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-৪০.৫২ কিঃ মিঃ এবং মোট কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৬৪.১৬ কিঃমিঃ।

শুভদিয়া ইউনিয়নঃ

ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা- ২০টি যার দৈর্ঘ্য- ৬৪.০৭ কিঃ মিঃ। মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য-২৫.৫৯ কিঃ মিঃ এবং কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য- ৩৮.৪৮ কিঃমিঃ **(তথ্যসূত্রঃ এলজিইডি, ফকিরহাট)**

সেচ ব্যবস্থা

কৃষি কার্যক্রম পরিচালনায় সেচ কাজে ব্যবহৃত কোন হস্তচালিত ও গভীর নলকূপ নেই। তবে শ্যালো মেশিনের সংখ্যা- বিদ্যুৎচালিত ৫৬০টি। এর মাধ্যমে ১১১০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম চালানো হয়। ডিজেলচালিত ২৫৪০টি শ্যালো মেশিন ব্যবহার হয় যা দিয়ে ৩৪১১ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা কর হয়। এছাড়া কৃষি কার্যক্রম পরিচালনায় ডিজেল চালিত ২৮৯০ হেক্টর জমিতে ১৬৫০টি এলএলপি ব্যবহৃত হয়। রবি মৌসুমে সেচ কাজ পরিচালনার জন্য এসটিডাব্লুও এবং এলএলপি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খরিপ- ০১ ও খরিপ- ০২ মৌসুমে তেমন সেচ কাজ করা হয় না। **(তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা)**

হাটবাজার : উপজেলায় মোট হাট-বাজারের সংখ্যা-১৬ টি (গ্রোথ সেন্টার ৪টি ও বাজার ১২টি)।

গ্রোথ সেন্টার ৪ টি

ভাঙ্গানপাড় বাজার -- শুভদিয়া ইউনিয়ন।
ফকিরহাট বাজার -- ফকিরহাট ইউনিয়ন।
লখপূর বাজার -- লখপূর ইউনিয়ন।
মানসা বাজার -- বাহিরদিয়া ইউনিয়ন।

বাজার ১২টি

বেতাগা , ষাটতলা, পোলের ও মাসকাটা বাজার -- বেতাগা ইউনিয়ন।
শাহ্আউলিয়াবাগ বাজার, কাটাখালী বাজার ও টাউন নোয়াপাড়া বাজার -- পিলজংগ ইউনিয়ন।
মোল্লার বাজার ও শুভদিয়া বাজার -- শুভদিয়া ইউনিয়ন।
ফলতিতা ও কলকলিয়া বাজার -- মূলঘর ইউরিয়ন।
সিংগাতী বাজার -- ফকিরহাট ইউনিয়ন **(তথ্যসূত্রঃ এলজিইডি, ফকিরহাট)।**

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি : উপজেলায় পাকাঁ ঘরের সংখ্যা-২,৪১৯ (৭.৩%), সেমিপাকাঁ ঘরের সংখ্যা-৯,৪৭৬ (২৮.৬%), কাঁচা ঘরের সংখ্যা-২০,০৭৮ (৬০.৬%) এবং ঝুপড়ি ঘরের সংখ্যা-১,১৬০ (৩.৫%)।
উপজেলায় ঘরবাড়ি তৈরীর সামগ্রী হিসেবে ইট,বালু, সিমেন্ট, রড, কাঠ, বাঁশ, টন, ছোন, গোলপাতা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জনসাধারণ বসতির জন্য সব ধরনের ঘরবাড়িই নির্মাণ করেন। তবে ঝুপড়ি এবং কাঁচা ঘর বেশীরভাগ গোলপাতা ছাউনিই দিয়ে তৈরী।

পানি :

খাবার পানির উৎস হিসেবে গভীর নলকূপ, পুকুর ও সরকারী রিজার্ভ ট্যাংক হতে জনগণ খাবার পানির চাহিদা মেটায়। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে কিছু বৃষ্টির পানিও ব্যবহার করে থাকে। উপজেলায় মোট ১৫০৩টি গভীর ও ২২৩৭টি অগভীর নলকূপ রয়েছে। এরমধ্যে ১৪৯৩টি গভীর ও ২১৫৭টি অগভীর নলকূপ ভাল অবস্থায় রয়েছে। গভীর ১০টি ও অগভীর ৮০টি নলকূপ অকার্যকর আছে। মোট নলকূপের সংখ্যা অনুপাতে ৮১% বন্যা লেবেলের উপরে এবং ঐ ৮১%ই বন্যার সময় ব্যবহার উপযোগী থাকে। উপজেলার মোট ৮৩% জনগণ নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকী জনগণ পুকুর, রিজার্ভ ট্যাংক ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে। এছাড়া উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে মৌভোগ ইউনিয়নে সরকারীভাবে একটি রিজার্ভ ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। এই রিজার্ভ ট্যাংক থেকে প্রতিদিন ২০০০ পরিবার খাবার পানি সংগ্রহ করে **(তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দপ্তর)** ।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা :

ফকিরহাট উপজেলার মোট-২৫৫০৫ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। মোট স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ৮১% বন্যা লেবেলের উপরে এবং বন্যার সময় ঐ ৮১%ই ব্যবহার উপযোগী থাকে। উপজেলার মোট ৮২.৫% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে **(তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দপ্তর,ফকিরহাট)** ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
বেতাগা	সরকারী	১. বেতাগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৪	০৪	ওয়ার্ড নং-৬	না
		২. চাকুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	০৪	ওয়ার্ড নং-৪	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. মাসকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৭	০৫	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৪. ধনপোতা পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬১	০৩	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৫. শ্রী রামকৃষ্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	০৩	ওয়ার্ড নং-৯	বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরীর কাজ চলছে

		৬. ষাটতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৮	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	না
	রেজিষ্টার্ড	১. কালীবাড়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪	০৪	ওয়ার্ড নং-৬	না
		২. মাসকাটা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৪	ওয়ার্ড নং-১	না
		৩. পূর্ব বেতাগা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	০৪	ওয়ার্ড নং-৫	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১. বেতাগা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৯৪	১২	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২৭৬	১২	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. মাসকাটা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১৭	০৭	ওয়ার্ড নং-১	না
		৪. ধনপোতা মাসকাটা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০০	০৮	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৫. বি,কে, শেখ আলী আঃ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৩	০৬	ওয়ার্ড নং-৯	হয় না কিন্তু হতে পারে।
		৬. চাতকপুর এস এম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৮	০৪	ওয়ার্ড নং-৭	না
লখপুর	সরকারী	১. খাজুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২৮	০৯	ওয়ার্ড নং-৩	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. কাহারডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৬৯	১০	ওয়ার্ড নং-৪	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. জাড়িয়া মাইটকোমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	০৮	ওয়ার্ড নং-৬	না
		৪. ভবনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	০৩	ওয়ার্ড নং-৮	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৫. জাড়িয়া ভট্রখামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৪	০৫	ওয়ার্ড নং-৭	না
	রেজিষ্টার্ড	১. খাজুরা পূর্বপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৪	ওয়ার্ড নং-২	না
		২. লখপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৭	০৫	ওয়ার্ড নং-১	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
	মাদ্রাসা	১.ভবনা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৯৯	১৩	ওয়ার্ড নং-৯	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.জাড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	১৪	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩.আবুবক্কত্ম সিদ্দিক আলিম মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১১১	১৩	ওয়ার্ড নং-১	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.লখপুর আঃ ইঃ আম্বিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৫২	১২	ওয়ার্ড নং-১	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.বাঐডাংগা (বিল এ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪১৮	১৪	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।

		৩.ভবনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৭৩	১২	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৪.জাড়িয়া ভট্রখামার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৪	০৮	ওয়ার্ড নং-৭	না
পিলজংগ	সরকারী	১. টাউন নওয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৪	০৭	ওয়ার্ড নং-১	না
		২. শ্যামবাগাত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	০৫	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৩. বৈলতলী পিলজংগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	০৬	ওয়ার্ড নং-২	না
		৪. পিলজংগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৭	০৫	ওয়ার্ড নং-৬	না
		৫. শাহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৭	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	না
		৬.শাহ্ আউলিয়াবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮	০৫	ওয়ার্ড নং-৩	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
	রেজিষ্টার্ড	১. বালিয়াডাঙ্গা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	০৪	ওয়ার্ড নং-৭	না
		২. বৈলতলী পশ্চিমপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	০৩	ওয়ার্ড নং-৬	না
		৩. জয়পুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	০৩	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৪. শেখেরডাঙ্গা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৪	০৪	ওয়ার্ড নং-১	না
		৫. পিলজংগ পূর্বপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১	০২	ওয়ার্ড নং-৬	না
		৬. পিলজংগ কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	ওয়ার্ড নং-৪	না
	মাদ্রাসা	১.আল-হেরা আলিম মাদ্রাসা	১৭৫	২২	ওয়ার্ড নং-১	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.পিলজংগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪০৬	১৩	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	২০৭	১০	ওয়ার্ড নং-৫	না
		৩.শাহ্ আউলিয়া এমএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮৫	১০	ওয়ার্ড নং-৮	না
	কলে	১.শহীদ সৃতি ডিগ্রী কলেজ	১৩৫৬	৪৩	ওয়ার্ড নং-৯	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
ফকিরহাট	সরকারী	১. কাঠাঁলতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫২	০৬	ওয়ার্ড নং-৩	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. পাগলা দেপাড়াজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪	০৬	ওয়ার্ড নং-৪	না
		৩. পাগলা শ্যামগনর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৩	০৯	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।

		৪. সাতশিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	০৬	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৫. শিংগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮২	০৫	ওয়ার্ড নং-৮	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৬. ব্রাহ্মণ রাকয়াদি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৫	০৩	ওয়ার্ড নং-৭	না
		৭. পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৯	০২	ওয়ার্ড নং-৯	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৮. বারাশিয়া কাঃ আঃ উঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬	০৪	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৯. ব্রাহ্মণ রাকয়াদি উত্তরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	০৪	ওয়ার্ড নং-৭	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		১০. জাড়িজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	না
	রেজিষ্টার্ড	১. শিরিন হক রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৭	০৪	ওয়ার্ড নং-২	না
	মাদ্রাসা	১.ফকিরহাট কারামতিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	====	২৫	ওয়ার্ড নং-১	না
		২.খাঁনজাহানপুর আলিম মাদ্রাসা	১৭৪	১৫	ওয়ার্ড নং-৭	না
		৩.হযরত আমির হাজমা রাঃ দাখিল মাদ্রাসা	১৩২	১৪	ওয়ার্ড নং-৫	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.শিরিন হক মাধ্যঃ বালিকা বিদ্যালয়	৩০৪	১৬	ওয়ার্ড নং-১	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.হাজী আঃ হামিদ মাধ্যঃ বি	৬৭৭	২১	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩.কাজী আজাহার আলী মাধ্যঃ বিদ্যালয়	১৮৮	১২	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৪.বনফুল মাধ্যঃ বিদ্যালয়	২০৯	১১	ওয়ার্ড নং-৪	না
		৫.ডাঃ বনি আমিন বালিকা মাধ্যঃ বিদ্যালয়	৭১	০৮	ওয়ার্ড নং-৪	না
	কলেজ	১. কাজী আজাহার আলী ডিগ্রী কলেজ	১৪১৮	৪০	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
বাহিরদিয়া	সরকারী	১. আট্রাকা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৭৫	১৩	ওয়ার্ড নং-৩	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. বাহিরদিয়া মানসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৯	০৫	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. বুড়ির বটতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৭	০৪	ওয়ার্ড নং-৫	না
		৪. পশ্চিম বাহিরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০২	০৫	ওয়ার্ড নং-৪	না
		৫. সাতবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	না
		৬. হোচলা সরকারী প্রাথমিক	২৩৩	০৬	ওয়ার্ড নং-৭	হয় না কিন্তু বন্যার

		বিদ্যালয়				সময় হতে পারে।
		৭. লালচন্দ্রপূর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৩	০৩	ওয়ার্ড নং-৯	না
	রেজিষ্টার্ড	১. মধ্য বাহিরদিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯	০৪	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. এল পি উত্তরপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	০৪	ওয়ার্ড নং-৯	না
		৩. গাবখালি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	না
		৪. আদন্দ নিকেতন	২০০	০৪	ওয়ার্ড নং-৬	না
	মাদ্রাসা	১.বড়বাড়িয়া লালচন্দ্রপুর দাখিল মাদ্রাসা	১৬৪	১৩	ওয়ার্ড নং-৯	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.বাহিরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যলয়	৮৯০	২২	ওয়ার্ড নং-১	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.আট্রাকা কে, আলী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৪২	১৪	ওয়ার্ড নং-৩	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩.গাবখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫২	১২	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
	কলেজ	১.ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ	১৪৫০	৬৪	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.শেখ হাসিনা কারিগরি কলেজ	১৭১	১০	ওয়ার্ড নং-৬	না
মুলঘর	সরকারী	১.মূলঘর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৩৫	১১	ওয়ার্ড নং-১	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. কে, খাতুন সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬৩	০৮	===	না
		৩. মূলঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬২	০৪	ওয়ার্ড নং-১	না
		৪. সোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	০৬	ওয়ার্ড নং-৪	না
		৫. সৈয়দ মহল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৩	০৯	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৬. সৈয়দ মহল্লা বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৩	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৭. ফলতিতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	০৩	ওয়ার্ড নং-৫	না
		৮. কলকলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৫	০৫	ওয়ার্ড নং-৭	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৯. গোয়ালবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৪	ওয়ার্ড নং-৯	না
		১০. পুটিয়া গুড়গুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৪	০৪	ওয়ার্ড নং-৯	না
	রেজিষ্টার্ড	১. ফলতিতা রেজিঃ প্রাথমিক	৮৮	০৪	ওয়ার্ড নং-৬	না

		বিদ্যালয়				
		২.কাঠাঁলবাড়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	০৪	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. রাজপাট কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	০২	ওয়ার্ড নং-৪	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.মূলঘর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১২	ওয়ার্ড নং-২	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২.ফলতিতা শশধর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬০	১০	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩.কলকলিয়াজি,সি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬৩	১০	ওয়ার্ড নং-৭	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৪.দ্বাদশপল্লী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১১৯	১০	ওয়ার্ড নং-৮	না
		৫.সম্মিলনী নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৯	০৬	ওয়ার্ড নং-১	না
		৬.গোয়ালবাড়ী নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭২	০৪	ওয়ার্ড নং-৯	না
	কলেজ	১.সাকিলা আজাহার টেকনিক্যাল কলেজ	৫২০	০২	ওয়ার্ড নং-	না
শুভদিয়া	সরকারী	১. ঘনশ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	০৩	ওয়ার্ড নং-২	না
		২. কচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	০৪	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৩. তেকাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৭	০৫	ওয়ার্ড নং-৪	না
		৪. দেয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	০৮	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৫. শুভদিয়া তাকিয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৬	০৬	ওয়ার্ড নং-৭	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৬. দেয়াপাড়া মোল্লা কঃ আঃ দূঃ মাঃ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	১৮৬	০৫	ওয়ার্ড নং-৬	না
	রেজিষ্টার্ড	১. বড় শুভদিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৭	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	না
	মাদ্রাসা	১. তেকাটিয়া দেয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮৯	১৩	ওয়ার্ড নং-৪	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.শুভদিয়া বি,কে মাধ্যমিক বিদ্যায়ল	১৭৭	১২	ওয়ার্ড নং-৯	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		২. তেকাটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭২	১০	ওয়ার্ড নং-৪	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. দেয়াপাড়া এসএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৭	১১	ওয়ার্ড নং-৫	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
	কলেজ	১.শেখ হেলাল উদ্দিন কলেজ	৭২৩	৩৪	ওয়ার্ড নং-৮	বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে তৈরীর কাজ

						চলছে
নলধা মৌভোগ	সরকারী	১. মৌভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	০৫	ওয়ার্ড নং-৩	না
		২. ডহর মৌভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৮	০৬	ওয়ার্ড নং-১	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৩. মৌভোগ মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	০৫	ওয়ার্ড নং-৫	না
		৪. নলধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৬	০৪	ওয়ার্ড নং-৬	না
		৫. খড়রিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৯	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৬. দোহাজারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৪	০৪	ওয়ার্ড নং-৮	হয় না কিন্তু বন্যার সময় হতে পারে।
		৭. কাথলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭	০৫	ওয়ার্ড নং-৯	না
	রেজিষ্টার্ড	১. কামটা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৫	০৪	ওয়ার্ড নং-৪	না
	উচ্চ বিদ্যালয়	১.নলধা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫৬	১২	ওয়ার্ড নং-৬	হয় না কিন্ বন্যার সময় হতে পারে।
		২.ডহর মৌভোগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৯৯	১২	ওয়ার্ড নং-১	না
		৩.কাথলী নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০৩	০৭	ওয়ার্ড নং-৩	না
		৪.মেŠ-ভোগ নূর আফরোজ বালিকা বিদ্যালয়	১২০	০৬	ওয়ার্ড নং-৩	না

(তথ্যসূত্রঃ উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়)

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : মসজিদ ১৭০টি, মন্দির ৬৬ টি ও গির্জা ১টি।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) : উপজেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান মোট- ৬৫টি ।
১. বাহিরদিয়া ইউলিয়ন ৫টি ২. শুভদিয়া ইউনিয়ন ৬টি ৩. পিলজংগ ইউনিয়ন ১১টি ৪. লখপুর ইউনিয়ন ৫টি
৫. বেতাগা ইউনিয়ন ৬টি ৬. ফকিরহাট ইউনিয়ন ২০টি ৭. নলধা ইউনিয়ন ৯টি ও মূলঘর ইউনিয়ন ৩টি
(তথ্যসূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ) ।

স্বাস্থ্যসেবা: ৫০শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি, পরিবার কল্যাণ কেনদ্র ৮টি, কমিউনিটি ক্লিনিক ৭টি ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক ১টি । উপজেলা পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাদীন ৪টি ক্লিনিক রয়েছে ।

ব্যাংক: উপজেলায় মোট -১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফকিরহাট ইউনিয়নে অবস্থিত উপজেলা প্রশাসন এবং একটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকায় উক্ত ইউনিয়নে ব্যাংকের সংখ্যা ১০টি। এছাড়া বেতাগা ইউনিয়নে ১টি (রূপালী ব্যাংক), মূলঘর ইউনিয়নে ১টি (কৃষি ব্যাংক), পিলজংগ ইউনিযনে ২টি(কৃষি ব্যাংক) ও লখপূর ইউনিয়নে ১টি জনতা ব্যাংকের শাখা রয়েছে। ব্যাংকের শাখাগুলো নিয়ম অনুযায়ী প্রায় সকল সেবায় প্রদান করে থাকে যেমন সাধারণ ব্যাংকিং, কৃষি ঋণ, বিদেশে অর্থ লেন-দেন, ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ, ঘরবাড়ি তৈরী ঋণ ইত্যাদি। (তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)

পোস্ট অফিস : উপজেলায় মোট ১৮টি পোস্ট অফিস রয়েছে । ১.ফকিরহাট ইউনিয়ন- ৩টি (ফকিরহাট সদর, সাতশিকা ও শিংগাতী) ২. মূলঘর ইউনিয়ন- ৩টি(মূলঘর, সৈয়দ মহল্লা ও কলকলিয়া) ৩. নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন-১টি(নলধা) ৪. বাহিরদিয়া ইউনিয়ন-৩টি(মানসা বাজার, গাবখালী ও আট্রাকা) ৫. পিলজংগ ইউনিয়ন-৩টি(পিলজংগ, টিএন পাড়া ও গাবখালী) ৬. বেতাগা ইউনিয়ন- ২টি(বেতাগা ও ষাটতলা) ৭. শুভদিয়া ইউনিয়ন-২টি(শুভদিয়া ও ভাঙ্গানপাড় বাজার) ৮. লখপূর ইউনিয়ন-১টি(বাঐডাঙ্গা) ।

পোস্ট অফিসগুলো যে সেবা দিয়ে থাকে-

মানিঅর্ডার ইস্যু ২. ইলেকট্রনিক মানিঅর্ডার ইস্যু ৩. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার ৪. রেজিষ্ট্রি ইস্যু বিল ৫. গ্যারান্ট্রী এক্সপ্রেস পোষ্ট ৬. ভিপিপি এবং ভিপিএল ইস্যু বিলি ৭. পোষ্টাল অর্ডার ইস্যু ৮. পোস্টাল ক্যাশ কার্ড ৯. সঞ্চয় হিসাব ও সঞ্চয়পত্র বিক্রয়া ১০. ডাক টিকিট বিক্রয় ও ফ্রাংকিং মেশিনে ছাপানো ইত্যাদি।

(তথ্যসূত্র: উপজেলা পোস্ট অফিস)

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র : উপজেলায় মোট ৫৪টি ক্লাব

উপজেলার ক্লাব বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্টানগুলি সামাজিক বহুবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সম্পাদিত কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে- মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, জাতীয় দিবস পালন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মাদক বিরোধী কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি ইত্যাদি।

এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ:

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১.	**রূপান্তর**	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।	মোট জনসংখ্যা ১৩৭৭৮৯ জন | মোট জনসংখ্যা ৯৫%	সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৩ থেকে জুলাই ৩১, ২০১৪
২.	আশা	১. মাইক্রো ক্রেডিট ২. শিক্ষা ৩. স্বাস্থ্য ৪. বিদেশে অর্থ বিনিময় ও সোলার কর্মসূচী।	আট হাজার (৮০০০) জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পগুলো কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
৩.	ব্র্যাক	মাইক্রো ক্রেডিট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য স্বয়ং সর্ম্পূতা ও সামাজিক উন্নয়ন অর্জনে প্রশিক্ষণ	১৫০০০ জন উপকারভোগী	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য স্বয়ং সর্ম্পূতা ও সামাজিক উন্নয়নঅর্জনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এবং মাইক্রো ক্রেডিট চলমান কার্যক্রম।
৪.	গ্রামীণ ব্যাংক	মাইক্রো ক্রেডিট	৩১০০ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
৫.	স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ	মাইক্রো ক্রেডিট	১০৫০ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
৬.	চলন্তিকা	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও শেলাই শিক্ষা		প্রতিবন্ধী কার্যক্রম সমাপ্তীর পথে ও শেলাই শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।
৭.	কোডেক	মাইক্রো ক্রেডিট, কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ	১০৪৪ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে কিন্তু কশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০১৩ সালে শেষ হয়ে গেছে।
৮.	সিএসএস	মাইক্রো ক্রেডিট	১৭০০ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি

				কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
৯.	হীড বাংলাদেশ	মাইক্রো ক্রেডিট	১৪২৬ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
১০.	আদ্ব-দ্বীন	স্বাস্থ্য সেবা ও মাইক্রো ক্রেডিট	১৪৯৯ জন উপকারভোগী	২০০৬ সাল কার্যক্রম শুরু এবং নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে ।
১১.	উন্নয়ন	মাইক্রো ক্রেডিট (ব্যবসা ও কৃষি লোন)	২০০০ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
১২.	জাগরণী চক্র	মাইক্রো ক্রেডিট, শিক্ষা ও রেমিটেন্স আদান-প্রদান	৭০০ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
১৩.	রিক	মাইক্রো ক্রেডিট	৫৫০ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
১৪.	জেজেএস			০১৯১৫৯৩৬০৪৩ (গোপাল রাহা)
১৬	নবলোক	মাইক্রো ক্রেডিট	২১১৪ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
১৭.	প্রদীপন	মাইক্রো ক্রেডিট		নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
১৮.	উদ্দীপন	মাইক্রো ক্রেডিট ও হাসঁ-মুরগী, গাভী পালন ও শাক-সবজ্বী উৎপাদনে প্রশিক্ষণ	১৩৭৯ জন উপকারভোগী	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চলবে এবং মাইক্রো ক্রেডিট চলমান থাকবে।
১৯.	আশির্বাদ	শিশু শিক্ষা কার্যক্রম		২০০৫ সন থেকে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে এবং চলমান থাকবে ।
২০.	সুশিলন	স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ	৪৩১ জন উপকারভোগী	২০১২-২০১৪ ডিসেম্বর।
২১.	উত্তরন	মাইক্রো ক্রেডিট	৮৫২ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
২২.	ব্যুরো বাংলাদেশ	মাইক্রো ক্রেডিট, শিক্ষা ও রেমিটেন্স আদান-প্রদান	১৩৭৬ জন উপকারভোগী	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।
২৩.	নির্ভর	মাইক্রো ক্রেডিট	০১৯১৫-৫৯২৯২৯ (বিপ্লব সরকার)	নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় চলমান থাকবে।

খেলার মাঠ :

উপজেলায় মোট ৪১টি খেলার মাঠ ।

১. বাহিরদিয়া ইউলিয়ন ৭টি ২. শুভদিয়া ইউনিয়ন ১টি ৩. পিলজংগ ইউনিয়ন ৪টি ৪. লখপুর ইউনিয়ন ৫টি ৫. বেতাগা ইউনিয়ন ৫টি ৬. ফকিরহাট ইউনিয়ন ৮টি ৭. নলধা ইউনিয়ন ৬টি ৮. মূলঘর ইউনিয়ন ৫টি

(তথ্যসূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ) ।

কবরস্থান / শ্মশানঘাট :

ফকিরহাট উপজেলার ইউনিয়নসমূহে অসংখ্য পারিবারিক কবর স্থান রয়েছে, তবে ইউপিহর তথ্য অনুযায়ী আট ইউনিয়নে মোট কবর স্থানের সংখ্যা- ৬টি ও শ্মশানঘাটের সংখ্যা- ৩০টি **(তথ্যসূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ)** ।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম :

ফকিরহাট উপজেলার যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে সড়কযান অন্যতম। উপজেলার যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বাস, ট্রাক, মিনিবাস, রিক্সা, ভ্যান, ইজিবাইক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের সাথে সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান। এছাড়াও উপজেলার পাশ দিয়ে ৩টি নদী এবং সংযুক্ত খাল প্রবাহিত হওয়ায় কিছু নৌপথও বিদ্যমান রয়েছে। নৌপথে উপজেলাবাসী স্বাভাবিক সময়ে কিছু মালামাল পরিবহন করে থাকে। তবে উপজেলার প্রত্যমত্ম এলাকায় ভ্যান, রিক্সা, ইজিবাইক ইত্যাদি চলাচল করতে পারে বলে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে সড়কপথই জনপ্রিয়। উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়নসমূহের দূরত্ব ৫ থেকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে। উপজেলা সদরের সাথে এলাকাবাসী সড়ক পথেই বেশী যোগাযোগ করে।

বন ও বনায়ন :

উপজেলায় কোন বনভূমি নেই। তবে সামাজিক বন বিভাগ ফকিরহাট উপজেলায় ৮ ইউনিয়নে মোট ১৫৩.৬০ কিঃ মিঃ রাসত্মায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উপজেলা বন বিভাগ যে গাছগুলো লাগিয়েছে তা হলো অর্জুন, মেহগনি, রেইন্ট্রি, শিশু, নিম, কদবেল, আকাশমনি, বাবলা, উড়িআম, শিরিষ, জাম ইত্যাদি

(তথ্যসূত্রঃ উপজেলা সামাজিক বন বিভাগ) ।

এছাড়া বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে একটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা :

ফকিরহাট উপজেলায় ২০১৩ সালে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৩৬ মিঃ মিঃ এবং গড় বৃষ্টিপাত ১.৭৪ মিঃ মিঃ।
২০১৩ সালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার রেকর্ড অনুযায়ী খরিপ- ১ এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৪৬ মিঃমিঃ, খরিপ-২ এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৬১ মিঃমিঃ এবং রবি মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৯ মিঃ মিঃ ।
তাপমাত্রা : এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এপ্রিল-মে মাসে বিদ্যমান থাকে। একইভাবে শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বিদ্যমান থাকে। গ্রীস্মকালে বর্তমানে তাপমাত্রা বেশী অনুভূত হয়। বিগত ১০ বছরের উপাত্ত বিশেস্নষণে দেখা যায় তাপমাত্রা বৃদ্ধিও হার মোটামুটি উর্ধমুখী

(তথ্যসূত্র: খুলনা আবহাওয়া অফিস) ।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর :

অতীতে উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন রকম ছিল। যেমনঃ
১. বেতাগা ইউনিয়ন- ০৮” -০”
২. লখপূর ইউনিয়ন ৯”-৩”
৩. পিলজংগ ইউনিয়ন ০৯”-০” .
৪. ফকিরহাট ইউনিয়ন ০৮” -০৯”.
৫. বাহিরদিয়া ইউনিয়ন ০৯” -০”.
৬. নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন ০৮” -৩”.
৭. মূলঘর ইউনিয়ন ০৮” -০”.
৮. শুভদিয়া ইউনিয়ন ০৮” -২”.
কিন্তু বর্তমানে পানির স্তর নেমে গিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন রকম দেখা যাচ্ছে। যেমনঃ ১. বেতাগা ইউনিয়ন- ১০” -০”
২. লখপূর ইউনিয়ন ১১”-০” ৩. পিলজংগ ইউনিয়ন ১০” -৬” . ৪. ফকিরহাট ইউনিয়ন ১০” -০”. ৫. বাহিরদিয়া ইউনিয়ন ১১” -০”. ৬. নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন ১০” -০”.৭. মূলঘর ইউনিয়ন ০৯” -৬”. ৮. শুভদিয়া ইউনিয়ন ১০” -৩”. তবে শুস্ক মৌসুমে খাবার বা সেচের পানির তেমন কোন সংকট হয় না

(তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দপ্তর,ফকিরহাট) ।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার :
উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ- ১৫৮৯০ হেক্টর। আবাদী জমির পরিমাণ- ৯৯৮১ হেক্টর, অনাবাদী জমি নেই এবং বসতি জমির পরিমাণ ৪২৪০ হেক্টর। আবাদী জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ-৩৭৫০ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ- ৫০০০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ- ১২৩১ হেক্টর।

কৃষি ও খাদ্য :
উপজেলায় উৎপাদিত প্রধান প্রধান ফসল: ধান, গম, পান, ডাল সবজী ইত্যাদি। এছাড়া ফলের মধ্যে রয়েছে: নারিকেল, সুপারি, কলা, বরুই, আম, কাঠাঁল ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২-১৩ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ধান আউশ-৩৫৮ মেঃ টন (চাউলের হিসাব অনুযায়ী), আমন-১১৪৫৭ মেঃ টন (চাউলের হিসাব অনুযায়ী), বোরো-২৭৭৯৮ মেঃ টন (চাউলের হিসাব অনুযায়ী), গম-৪৮ মেঃ টন , পান-৪২০ হেক্টর জমিতে উৎপাদন-২৫২০ মেঃ টন, সবজী-১০২০ হেক্টর জমিতে উৎপাদন-১২২৪০ মেঃ টন। তবে ২০১২-১৩ সনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে উপজেলায় প্রাকৃতিক কারণে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জরীপ অনুযায়ী এলাকার জনগণের প্রদান প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, ডাল, দুধ, রম্নটি ইত্যাদি। এলাকার মানুষের খাদ্যভাস সাধারণত গ্রামাঞ্চলে সকাল-দুপুর-রাতে ভাত এবং উপজেলা সদর বা বাজার এলাকায় সকালে রম্নটি, দুপুর ও রাতে ভাত।

নদী :
উপজেলার মধ্য দিয়ে মূলতঃ ৩টি নদী প্রবাহিত হয়েছে- ১. ভৈরব নদী ২. চিত্রা নদী ৩. কালিগংগা নদী।
বর্তমানে নদীগুলি থেকে কৃষক সেচ কাজের জন্য পানি আহরণ ও ছোট ছোট নৌকা ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ মালামাল পরিবহণ করছেন। এছাড়া স্থানীয় জনগণ গোসল ও রান্না-বান্না কাজেও পানি ব্যবহার করছেন। অতিতে নদীগুলির গভীরতা ও পানি প্রবাহের ব্যপকতার ফলে কৃষিকার্যে পানির ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় মানুষের চলাচল, জেলেদের মাছ আহরণ, পরিবারে রান্না-বান্না ও গোসলের কাজে নদীগুলি থেকে জনগণ ব্যপক উপকৃত হত। বর্তমানে নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে জোয়ারের পানি ও অতি বৃষ্টির ফলে জমি এবং ফসলের ব্যপক ক্ষতি হচ্ছে (**তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**) ।

পুকুর :
ফকিরহাট উপজেলায় মোট ১৮টি পুকুর ও ৫৪টি জলাশয় রয়েছে। পুকুরগুলো থেকে সিডিএমপি ২-এর অধীন ৫টি (পাচঁ) পুকুরের খনন কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছে এবং ১টি (এক) পুকুরের খনন কার্যক্রম চলমান।
খননকৃত পুকুরগুলোর নামঃ
লাল চন্দ্রপূর পুকুর, বাহিরদিয়া ইউনিয়ন ২. উত্তরপাড়া পুকুর, ফকিরহাট ইউনিয়ন ৩. কাচারিবাড়ী পুকুর, নলধা মৌভোগ ৪. কুমারখালী দিঘী, বেতাগা ইউনিয়ন ৫. শুভদিয়া দক্ষিনা পুকুর, শুভদিয়া ইউনিয়ন ৬. নোয়াপাড়া সরকারী পুকুর (চলমান)। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ খননকৃত পুকুরগুলো থেকে তাদের খাবার পানির চাহিদা নিবারণ করছেন অন্যান্য পুকুর ও জলাশয়গুলো কিছু বন্দবস্ত দেয়া এবং কিছু উন্মুক্ত রয়েছে
(**তথ্যসূত্রঃ উপজেলা ভূমি ও পিআইও অফিস**) ।
এছাড়া বাগেরহাট জেলা পরিষদের অধীন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আরো ২৩টি পুকুর আছে। পুকুরগুলো জেলা পরিষদ কর্তৃক মাছ চাষের জন্য ইজারা দেওয়া হয়। উক্ত পুকুরের মধ্যে ৫টির পানি পান করে এবং অন্য ১৮টির পানি পান করে না (**তথ্যসূত্র: জেলা পরিষদ, বাগেরহাট**)

খাল :
উপজেলার ৮ ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে মূলতঃ ছোট-বড় অনেক খাল প্রবাহিত। এরমধ্যে উলেস্নখযোগ্য ১৫টি খাল রয়েছে। যেমন-
১.কাসেমখালী খাল, নলধা ইউনিয়ন

২.সোনvখালী খাল, মূলঘর ইউনিয়ন
৩.সুতির খাল ও কেরামদী খাল, শুভদিয়া ইউনিয়ন
৪.যুগিখালী খাল, পিলজঙ্গা ইউনিয়ন
৫.মানুষ পোড়vনো খাল, দোয়ানের ও গেওয়াখালী খাল, লখপুর ইউনিয়ন
৬. গজার খাল, বেতাগা ইউনিয়ন ।
৭. নলডাঙ্গা খাল, বিরমানি খাল, শ্রীপুতের খাল, কুলের খাল, হোচলার খাল। বাহিরদিয়া ইউনিয়ন।

বর্তমানে খালগুলো মজে যাওয়ার অবস্থায়। খালগুলোতে সারা বছর কমবেশী পানি থাকে। শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহের মাত্রা খুবই সামান্য। জনগণের তেমন কোন উপকার আসছে না, যা হচ্ছে তা খুবই সামান্য যেমন- সেচ কার্য পরিচালনা, পারিবারিক কাজে ব্যবহার. অতি সামান্য মাছ ধরা ও গরম্নর গোসল করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নদীর মত খালেরও নাব্যতা হারিয়েছে। এখনই খালগুলোর খনন কার্যক্রম হাতে নেওয়া জরম্নরী, তা না হলে কৃষি উৎপাদন চরমভাবে ব্যহত হবে। নিষ্কাশন ব্যবস্থা লুপ্ত হবে। সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

(তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)

বিল :

উপজেলার সকল ইউনিয়নেই বিল রয়েছে। মোট বিলের সংখ্যা- ২৭টি, যেমন-
বাহিরদিয়া ইউনিয়ন- ৩টি, গোয়ালিয়া বিল, কয়ারের বিল ও সোলাউড়া বিল।
নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন- ২টি, ডহর মৌভোগ ও ননিয়ার বিল।
মূলঘর ইউনিয়ন- ৪টি, ডোলমারার বিল, কাঠালীডাঙ্গা বিল, সোনাখালীর বিল ও কলকলিয়ার বিল।
ফকিরহাট ইউনিয়ন-৩টি, ব্রাহ্মণরাকদিয়া বিল, মীরেরখালী বিল ও জাড়িয়ার বিল।
পিরজংগ ইউনিয়ন-৪টি, বারিয়াডাঙ্গা বিল, বৈলতলী বিল, নওয়াপাড়া বিল ও শ্যামবাগাত বিল।
লখপুর ইউনিয়ন-২টি, খাজুরার বিল ও বলম্নবপুর বিল।
শুভদিয়া ইউনিয়ন-২টি, শুভদিয়া দক্ষিণপাড়া বিল ও শুভদিয়া পূর্বপাড়া বিল।
বেতাগা ইউনিয়ন-৭টি, মাসকাটা বিল, কুমারখালী বিল, পাইস্যাখালী বিল, বাসাবাড়ী বিল, চাকুলী বিল, গজার ও দাত্রেমারী বিল।
বর্তমানে এ অঞ্চলের বিল দ্বারা স্থানীয় জনগণ খুবই কম উপকৃত হন। সেচ কাজ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এই বিল অঞ্চলে ব্যাপক মাছ চাষ হয়। এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গলদা চিংড়ি উৎপাদন হয় যা বাংলাদেশে বৈদেশিক আয়ের একটি বড় উৎস। গলদা চিংড়ি উৎপাদনের পাশাপাশি রম্নই, কাতলা, মৃগালসহ বিভিন্ন কার্ব জাতীয় মাছেরও চাষ হয়। এ সকল মাছ স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হয়। নদী ও খালগুলো ভরাটের ফলে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার সময় জোয়ারের পানি প্রবেশ হওয়ায় পলি পড়ে বিলগুলো প্রায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিলগুলোতে দখলবাজদের খলদারীর প্রতিযোগিতা রয়েছে **(তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)**

হাওড় :

উপজেলার অমত্মর্গত কোন ইউনিয়নে হাওড় নেই **(তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)** ।

লবণাক্ততা : ফকিরহাট উপজেলায় লবণাক্ততার প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। মাটিতে পানিতে উভয়স্থানেই লবণাক্তার মাত্রা উর্ধ্বমুখী। মাটিতে বর্তমাণে লবণের পরিমাণ ১৫-২০ ডিএস/মিটার। পানিতে লবণের পরিমাণ শুষ্ক মৌসুমে নদীসংলগ্ন জলাশয়ে ১০-১৫ পিপিটি এবং বর্ষা মৌসুমে ৬-৭ পিপিটি। ভূগর্ভের পানিতেও লবণের আদিখ্য এখন প্রধান আলোচ্য বিষয়। কৃষি বিভাগের সাথে সংশিস্নষ্টদের তথ্য মতে,
কৃষি কাজের জন্য উপযোগী ৩টি মৌসুমই ফকিরহাট উপজেলায় বিদ্যমান। ১৬ মার্চ থেকে ১৫ জুলাই পর্যমত্ম খরিপ-১ এর মৌসুম। তখন লবণাক্ততায় পরিমাণ ১০-১৪% এলাকা। এ সময়ে ৫০% আবাদী জমি চাষাবাদের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
খরিপ-২ এর মৌসুম ১৬ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যমত্ম এ সময়ে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ১-৩%। তখন সম্পূর্ণ আবাদ যোগ্য জমি আবাদের আওতায় থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া কৃষি উৎপাদনে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। এছাড়া ১৬ অক্টোবর থেকে ১৫ মার্চ পর্যমত্ম খরিপ-৩ এর মৌসুম, তখন পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ৪-৮%। এ সময়ে ৭৫% জমিতে বোরো ধান, শীতকালীন সবজী ও ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়। (**তথ্যসূত্র: উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**)

আর্সেনিক দুষণ :

উপজেলার সকল ইউনিয়নই আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। একটি ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নে দূষণ মাত্রার কিছু ভিন্নতা রয়েছে। বেতাগা ইউনিয়নে ৫৭%, লখপূর ইউনিয়নে ৭০%, পিলজংগ ইউনিয়নে ৭৩%, ফকিরহাট ইউনিয়নে ৬৯%, বাহিরদিয়া ইউনিয়নে ৮১%, নলধা মৌভোগ ইউনিয়নে ৭৩%, মূলঘর ইউনিয়নে ৯০% এবং শুভদিয়া ইউনিয়নে ৪৮% নলকূপের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। আর্সেনিক দূষণকবলিত সব নলকূপেই লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহারের ফলে উপজেলার অনেক অধিবাসী আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রামত্ম হয়েছে

(তথ্যসূত্রঃ ২০০৩ সালের জরিপ মোতাবেক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর দপ্তর,ফকিরহাট) ।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

ফকিরহাট উপজেলা ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি তুলনামুলকভাবে কম। উপজেলার অবস্থান অনেকটা উচুঁতে, সে কারণে দুর্যোগের প্রভাব অন্যান্য দুর্যোগপ্রবন এলাকা থেকে তুলনামূলকভাবে একটু আলাদা। তারপরও সিডরের বড় বড় দুর্যোগে উপজেলার অধিবাসীরা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে মুক্তি পান না।

ইউনিয়নপর্যায়ের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, নাগরিকনেতা ও স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়, ফকিরহাট উপজেলার জন্য ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস প্রধান আপদ হলেও অতি বৃষ্টিপাতের জন্য কোন কোন বছর ব্যাপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যা কখনো কখনো দুর্যোগ পর্যায়ে পরিগণিত হয়। ভঙ্কুর নিষ্কাষণ ব্যবস্থার কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যা মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও এলাকার কৃষিপ্রধান অর্থনীতি, মৎস্য উৎপাদন, মানুষের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য, শি, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ··ত্রে মারাত্মকভাবে ·তির সম্মুখীন হন।

বন্যায় পানির উচ্চতা ছিল ৫-৬ ফিট, পানি প্রবাহের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৩০-৪০ কিঃ মিঃ। উপজেলায় অতি বৃষ্টিপাতের ফলে জলাবদ্ধজনিত বন্যা ২-৩ মাস পর্যমত্ম স্থায়িত্ব হয়। জুন/জুলাই মাসে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে জলাবদ্ধজনিত এ বন্যা সংগঠিত হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
অতিবৃষ্টিপাত জনিত বন্যা/জলাবদ্ধতা	২০০৬	৫৬,০৫,০০০/=	কৃষি (রোপা আমন, সবজি, পান ইত্যাদি)
লবণাক্ততা	২০১০	বোরো ধানের ক্ষত্রে উপজেলায় ১২,০০,০০০/= টাকার ক্ষতি হয়। এছাড়াও মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সংখ্যাগত হিসেবে ক্ষতির কোন পরিসংখ্যান উপজেলা পর্যায়ে পাওয়া যায়নি।	ধান, পান, সবজি, ফল
ঝড়	২০০৭	৯,৪৮,৮৪,০০০/= (শুধু কৃষিতে)	কৃষি, পরিবেশ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য

২.২ ইউনিয়নের আপদসমুহ

	আপদ	অগ্রাধিকার
১.	সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়	১. অতি বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা

২.	বন্যা	২. সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়
৩.	লবণাক্ততা	৩. লবণাক্ততা
৪.	কালবৈশাখী ঝড়	৪. কালবৈশাখী ঝড়
৫.	অতি বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা	৫. বন্যা
৬.	শৈত্য প্রবাহ	৬. খরা
৭.	খরা	৭. শৈত্য প্রবাহ

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

ফকিরহাট উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটের একটি উপজেলা। বাগেরহাট উপজেলা সমুদ্রঘনিষ্ট জেলা। বাগেরহাট জেলা সদর হতে সমুদ্রের দূরত্ব প্রায় ৮০-৯০ কিলোমিটার হলেও বাগেরহাটের সাথে সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি বড় বড় নদী সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে। সে বিবেচনায় পুরো বাগেরহাট জেলা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের জন্য কমবেশী ঝুঁকিপূর্ণ। ফকিরহাট উপজেলা বাগেরহাটের অন্যান্য উপজেলা হতে ঘূর্ণিঝড়ের ত্রে কিছুটা ঝুঁকিমুক্ত মনে হলেও সিডরের মত প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগের জন্য অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। ঘূর্ণিঝড়ের কথা বিবেচনায় আনলে এলাকার কৃষি ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কারণ ফকিরহাট উপজেলা চিংড়ি এবং মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশে উলেস্নখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এলাকার ৪০-৫০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে চিংড়ি এবং মৎস্য ব্যবসার সাথে জড়িত। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়ের মত দুর্যোগে কৃষির পাশাপাশি অবকাঠামো, যোগাযোগ, শিক্ষ, পরিবেশের মত গুরম্নত্বপূর্ণ খাতগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

বৃষ্টিজনিত বন্যা/জলাবদ্ধতা: ফকিরহাট উপজেলা বাগেরহাট জেলার অপরাপর উপজেলাগুলি হতে খানিকটা উচু হলেও পানি নিষ্কাষণের কোন ব্যবস্থা নেই। উপজেলার উপর দিয়ে খুলনা-মাওয়া মহাসড়ক, খুলনা-মংলা মহাসড়ক, খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কসহ অন্যান্য বেশকিছু সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উপজেলার পানি প্রবাহের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়াও উপজেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির নাব্যতা প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে যাওয়ায় অতি জোয়ার এবং অতি বৃষ্টিপাতজনিত পানি নদীগুলি ধরে রাখতে পারে না। অন্যদিকে প্রায় সকল সম্লুইজগেটগুলি অকোজো এবং অকার্যকর থাকায় পানিও নিষ্কাষিত হতে পারে না। ফলশ্রম্নতিতে বৃষ্টির পানি প্রায় প্রতি বছরই বন্যারূপে এলাকাবাসীর কাছে আর্বিভূত হলেও প্রকারমত্মরে তাহ স্থায়ী জলাবদ্ধতায় রূপ নেয়। উদাহরণস্বরূপ ২০০৬, ২০০৮ ও ২০১১ সালের বৃষ্টিপাতজনিত জলাবদ্ধতা কথা এখানে উলেস্নখ করা যেতে পারে।

এলাকাসীর তথ্য অনুযায়ী বৃষ্টিপাতজনিত এই জলাবদ্ধতা কখনো কখনো ১-২ মাস সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়। এর ফলে কৃষিপ্রধান উপজেলার কৃষি ব্যবস্থাপনা দারম্নণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ধান, মৎস্য, চিংড়িসহ ঋতুভিত্তিক সবজি চাষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রসত্ম হয়। জীবন-জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। রাসত্মা-ঘটসহ যোগাযোগ ব্যবস্থাও দারম্নণভাবে ভেঙ্গে পড়ে। শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমেও ছন্দপতন হয়।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসঃ ফকিরহাট সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের জন্য মাঝারি মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলা। কারণ এই উপজেলাটি জেলার উত্তর দিকে। জেলা সদরের খুব কাছাকাছি বিধায় এই উপজেলায় অবকাঠামোগত বেশ কিছু সুবিধা এখানের ঘূর্ণিঝড়ের ঝুকি কমাতে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। তারপরও এই উপজেলায় ২০০৭ সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সিডরে বেশ ক্ষতিগ্রসত্ম হয়। ঐ সময় এই উপজেলারয় কোন প্রাণহানি না হলেও কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, রাসত্মাঘাট, শিক্ষ প্রতিষ্ঠান ও উপকূলীয় বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি হয়। যদিও ২০০৯ সালের অপর ঘূর্ণিঘড় আইলায়ও এখানে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ এবং অবকাঠামোগত বেশ ক্ষতি সাধিত হয়।

বাগেরহাট উপকূলীয় এবং সমুদ্রঘনিষ্ট জেলা। এই জেলার একটি উপজেলা হিসেবে ফকিরহাট সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে আগামীতে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাসের মত দুর্যোগের আধিক্য এবং প্রচন্ডতা তাবৎ বাগেরহাট জেলায় অবাসত্মব কিছু নয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ফকিরহাট উপজেলা সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

লবণাক্ততাঃ

লবণাক্ততা এখন বাগেরহাটবাসী বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জ। লবণাক্ততায় সবচেয়ে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করছে ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থিত পানি এবং মাটিকে লবণায়ন করে যা বাগেরহাটের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির জন্য বিরাট উদ্বেগের বিষয়। লবণাক্ততার বিস্তার ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধিরও একটি অন্যতম কারণ। বিশেষ করে যখন কৃষকরা পানি স্বল্পতার সময়

কিছুটা লবণাক্ত ভূ-উপরিস্থিত পানি দিয়েই সেচের কাজ চালিয়ে নেয়। এসআরডিআই (১৯৯৭) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাগেরহাটে পানি স্বল্পতার মৌসুমে ভূমির লবণাক্ততার মাত্রা থাকে ৮ থেকে ১৫ ডিএস/এম। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি স্বল্পতার মওসুমে লবণাক্ততার বিসত্মার অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

ফকিরহাটে লবণাক্ততার প্রভাবে অনুমিত আশংকার মধ্যে রয়েছে লবণাক্ত জমির বিসত্মৃতি এবং লবণের ঘনত্ব বাড়া। এছাড়াও কৃষি জমির প্রাপ্তি/উৎপাদন হ্রাস, প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে যাতে কিনা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে। নিরাপদ খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। শহরে গ্রামে সর্বত্র পানির জন্য হাহাকার দেখা দিবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে। ফলে উদ্ভিদ প্রজাতি ও স্বাদু পানির মাছ হ্রাস পাবে। আর্থসামাজিক সমস্যা তীব্রতর হবে। বিশেষ করে নারী এবং শিশুরা আরো সংকটে পড়বে। লবণাক্ততায় ফকিরহাটের ঐহিত্যবাহী মৎস্য উৎপাদনকেও হ্রাস করবে। মাছের অনেক প্রজাতির জন্যই পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি সহনীয় নয়। সম্ভাব্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচচতা বৃদ্ধি মাছ চাষের জন্য স্বাদু পানির এলাকা হ্রাস করার মধ্য দিয়ে মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত করবে। উপজেলার পুকুরে লবণাক্ত পানির বিসত্মারের মাধ্যমে পুকুরে মাছ চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ঘের একটি আকর্ষণীয় ব্যবসা হলেও লবণাক্ততা বৃদ্ধির তীব্রতায় চিংড়ি চাষও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বন্যাঃ

উপকূলীয় এলাকা হিসেবে এই উপজেলায় বন্যা সংঘটনের ইতিহাস নেই বললেই চলে। তারপরও জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এবং নদীবেষ্ঠিত উপজেলা হিসেবে ভৌগলিক বৈশিষ্টের কারণে উপজেলাটি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বন্যার জন্য মধ্যমমাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলা। এছাড়াও উপজেলার পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ার কারণে অতিবৃষ্টি বা উচ্চ জোয়ারেও উপজেলাটি জলাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সে কারণে কৃষি অর্থনীতিনির্ভর উপজেলা হিসেবে ফকিরহাট উপজেলার জীবন-জীবিকা এবং অর্থনীতি বন্যা এবং জলাবদ্ধতার জন্যও ঝুকিপূর্ণ।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১. অতি বৃষ্টিজনিত বন্যা/জলাবদ্ধতা	ফসলহানি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত, জলাবদ্ধতা, পানিবাহিত রোগব্যাধি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস	জীবনহানি ও হতাহত, ঘরবাড়ি ধ্বংস, গাছপালা ধ্বংস, পশুসম্পদ ধ্বংস, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বসত্ম, কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস, মৎস্য চাষ ক্ষতি, অবকাঠামো (রাসত্মা, ঘাট, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ-কালভার্ট ইত্যাদি)	ঝড় সহনশিল স্থাপনা, উচু মাটির কিলস্না তৈরি করা , উপকূলীয় বাঁধ, মহাসড়ক, ২টি নির্মাণাধীন আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল-কলেজ, ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এনজিওদের উপস্থিতি ঝড় সহনশিল স্থাপনা, উচু মাটির কিলস্না তৈরি করা
৩. লবণাক্ততা	নড়বড়ে ও ভঙ্গুর উপকূলীয় বাঁধ ও অকার্যকর সস্নুইজ গেট, কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস, মৎস্য চাষ ক্ষতি, রোগব্যাধির উপদ্রব, গাছপালা নষ্ট হয়।	উপকূলীয় বাঁধ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, লবণ পানি প্রতিরোধে সচেতনতা, লবণসহিষু কৃষি ব্যবস্থা শুরম্ন, মনো সেক্স মৎস্য চাষ শুরম্ন
৪. বন্যা	ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রসত্ম, গাছপালা ক্ষতিগ্রসত্ম, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বসত্ম, কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস, মৎস্য চাষ ক্ষতি, অবকাঠামো (রাসত্মা, ঘাট, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ-কালভার্ট ইত্যাদি)	উপকূলীয় বাঁধ, মহাসড়ক, ২টি নির্মাণাধীন আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল-কলেজ, ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এনজিওদের উপস্থিতি

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণিঝড়	উপজেলার সকল ইউনিয়নই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য কমবেশী ঝুকিপূর্ণ। তবে নদীসংলগ্ন গ্রামগুলি বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও যে বেড়িবাঁধ রয়েছে তার বেশ কিছু অংশ খুবই নড়বড়ে যার পুরো অংশই জলোচ্ছাস এবং উচু জোয়ারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপদাপন্ন।	১. উপকূল সংলগ্ন ভৌগলিক অবস্থান। ২. ভেড়িবাঁধ যথেষ্ট উচু না থাকা। ৩. সচেতনতার অভাব।	১. উপজেলার ২৮০০০ লোক অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ২. ৩৭০০০ ভাগ লোক মধ্যম ঝুকিপূর্ণ।
অতি বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা	ফকিরহাটের প্রায় সকল ইউনিয়নে অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা প্রবাহিত হয় বিশেষ করে পিলজংগ, মুলঘর, ফকিরহাট, বাহিরদিয়া ও নলধা মৌভোগ ইউনিয়নে প্রকট।	কারণ নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানির সরবরাহ নেই বললে চলে।	১. প্রায় ৭৫ হাজার বিপদাপন্ন জনসংখ্যা।
লবণাক্ততা	উপজেলার সকল ইউনিয়নে লবণাক্ততা রয়েছে বিশেষ করে শুভদিয়া, বেতাগা, লখপুর, বাহিরদিয়া ও নলধা মৌভোগ ইউনিয়নে বেশী।	১. নদী উপকুলবর্তী এলাকা ২. চিংড়ী চাষের জন্য পানি জমিয়ে রাখা। ৩. খুবই নড়বড়ে বেড়িবাঁধ	১. প্রায় ৯০ হাজার বিপদাপন্ন জনসংখ্যা।

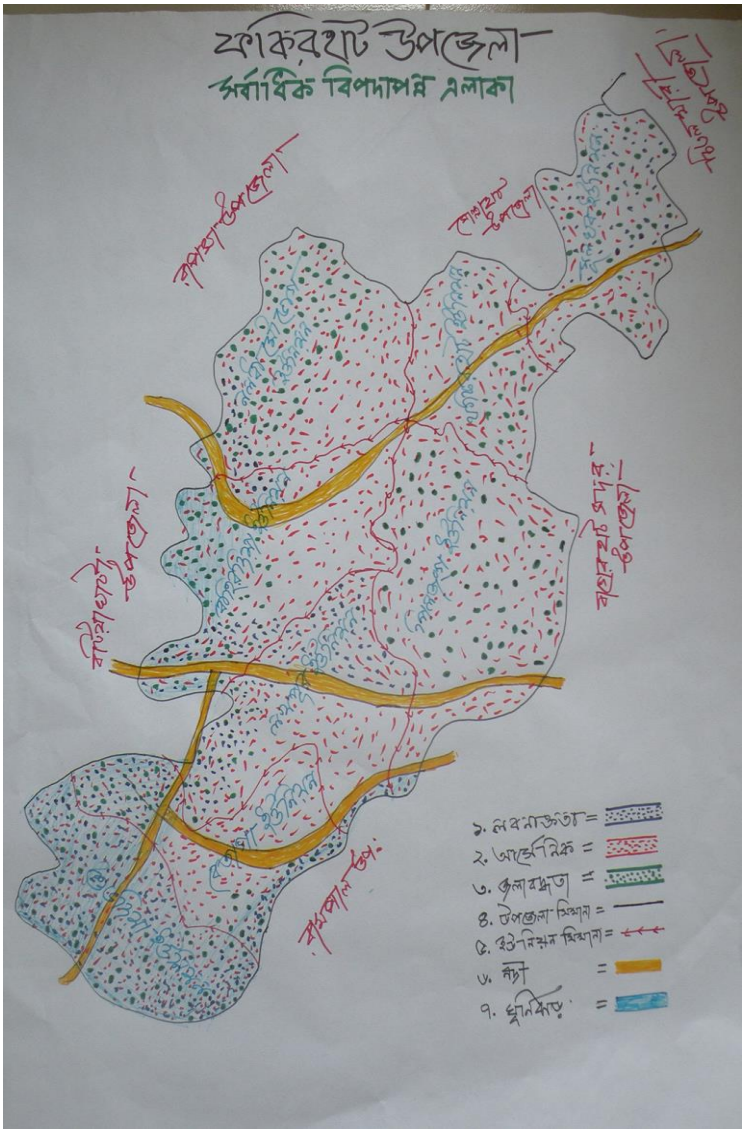

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি ও মৎস্য	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ফলে এ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রসত্ম হচ্ছে। গরমের সময় বেশী গরম, বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি না হয়ে দেরিতে বৃষ্টি ও শীতের মৌসুমে মাঝে মধ্যে শৈত প্রবাহের কারণে কৃষি এ অঞ্চলের চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সমস্ত নদী-নালা, খাল-বিলের নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ায় মাঝারী ধরণের বৃষ্টিপাতেই জলাবদ্ধতা/বন্যার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতজনিত বন্যার কারণেও কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং কৃষির উপর নির্ভর পরিবারের জীবন ও জীবিকায়নের উপর প্রভাব পড়ছে। মৎস্য ফকিরহাটের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে চিংড়ি এবং মৎস্যের সাথে জড়িত। ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছাস বা অন্য যে কোন দুর্যোগে নদী, জলাশয় বা জলাধারগুলোর মৎস্যসম্পদ মারাত্মকভাবে। অনক সময় জলোচ্ছাসে পুকুর/ঘেরের মাছ ভেসে যায়। অনেক সময় অতিরিক্ত লবণাক্তায় মৎস্যসম্পদ মারা যায়। ভাইরাসের চিংড়ি ও মৎস্যসম্পদের মারাত্তকভাবে ক্ষতিগ্রসত্ম হয়।	▯ আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ। ▯ লবণসহিষ্ণু&ফসলের আবাদ বৃদ্ধি ▯ জমি ব্যবহারের নিবিড়তা বৃদ্ধি। ▯ স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি। ▯ প্রযুক্তির উপর কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রক্ষিণের আয়োজন করা। ▯ উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ ওফসল বাজারজাতকরণ। ▯ খাল খননের মাধ্যমে সেচ/ নিস্কাষণ নিশ্চিত করা।
পশুসম্পদ	উপজেলায় পশুসম্পদ বলতে গৃহপালিত পশু গরম্ন-ছাগল কমবেশী অনেক পরিবারেই আছে। কিন্তু বর্তমানে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং চিংড়ি চাষে অতি আগ্রহের কারণে পশুসম্পদের প্রসার এখন নিম্নমুখী হলেও অনেক পরিবার আছে পশুসম্পদই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।	▯ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পশু হাসপাতালসহ প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে সরকারী সহায়তা গ্রহণ। ▯ টীকা কর্মসূচী যথাযথভাবে সময়মত প্রদান। ▯ গো-খাদ্যের সংকট নিরসনে উপকূলীয় বাঁধে এবং সরকারী খাস জমিতে ঘাস চাষ।
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে উপজেলা পর্যায়ে সরকারী হাসপাতাল। এখানে মূলত দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সুবিধা নিতে আসে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সেবা দেয়ার সক্ষমতা খুবই কম। অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠী জেলা সদর এবং বিভাগীয় সদরে গিয়ে চিৎকিসাসেরা গ্রহণ করে থাকেন। উপজেলা সদরে কয়েকটি বেসরকারী পর্যায়ের ক্লিনিক রয়েছে। এরপরেও সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পর্যায়েই চিকিৎসকসহ দক্ষ চিকৎসাকর্মী এবং অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভাব ও অব্যবস্থাপনা বিদ্যমান।	▯ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের দুর্যোগ পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ▯ ওয়ার্ডভিত্তিক ধাত্রীদের তালিকা তৈরী এবং তাদের জরম্নরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান। ▯ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরীর জন্য কর্মসূচী

		পরিচালনা।
জীবিকা	উপজেলায় জীবিকা মূলত কৃষিনির্ভর। ৮০ শতাংশ লোক কৃষি এবং মৎস্য ও চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি জড়িত। এছাড়াও উলেস্নখযোগ্য অংশ অন্যান্য ব্যবসা এবং চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কৃষিনির্ভর জীবিকার কারণে জীবিকার উপাদানগুলি সবসময়ই দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কারণ যে কোন দুর্যোগই প্রথমতই কৃষি ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে। এ কারণে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছাস বা অন্য যে কোন দুর্যোগই উপজেলার প্রচলিত জীবিকার মডেলকে ক্ষতিগ্রসত্ম করতে পাওে যেমনটি হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং আইলায়।	- উপজেলার অতি দরিদ্র এবং প্রামিত্মক জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের সেফটিনেট কর্মসূচীর সম্প্রসারণ - পেশার বহুমুখিকরণ কর্মসূচী চালু - কৃষক এবং মৎস্যচাষীদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা ডিআরআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
গাছপালা		
অবকাঠামো	ফকিরহাট উপকূলীয় উপজেলা। উপজেলাটির উলেস্নখযোগ্য অংশ উপকূলীয় বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত। এই বাঁধের সিংহভাগই নড়বড়ে এবং ভঙ্গুর। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির আশংকার সাথে এই বাঁধ মোটেই উপযোগী নয়। কারণ জোয়ারের উচ্চতা এখন আগের তুলনায় বেড়েছে। এ কারণে ভরা কাটালে পানির চাপে অনেক স্থানেই বাঁধ উপচে পানি বাঁধের অভ্যমত্মরে ঢুকে অনেক সময় পস্নাবনের সৃষ্টি করে। আবার অনেক সময় বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ইতিহাসও রয়েছে। এ কারণে ফকিরহাটের জন্য উপকূলীয় বাঁধ একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই বাঁধের স্থায়ীত্ব এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা খুবই জরম্নরী। বাসত্মবতা হলো- উপকূলীয় বাঁধ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের মত অবস্থায় নেই। খুবই নড়বড়ে এবং দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।	- ফকিরহাটের জীবন-জীবিকা, কৃষি ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ধারা অক্ষণ্ন রাখতে হলে উপকূলীয় বাঁধকে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তৈরী করতে হবে। - বাঁধ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে। - পানি উন্নয়ন বোর্ডকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

মানচিত্র

ফকিরহাট উপজেলা
সামাজিক মানচিত্র

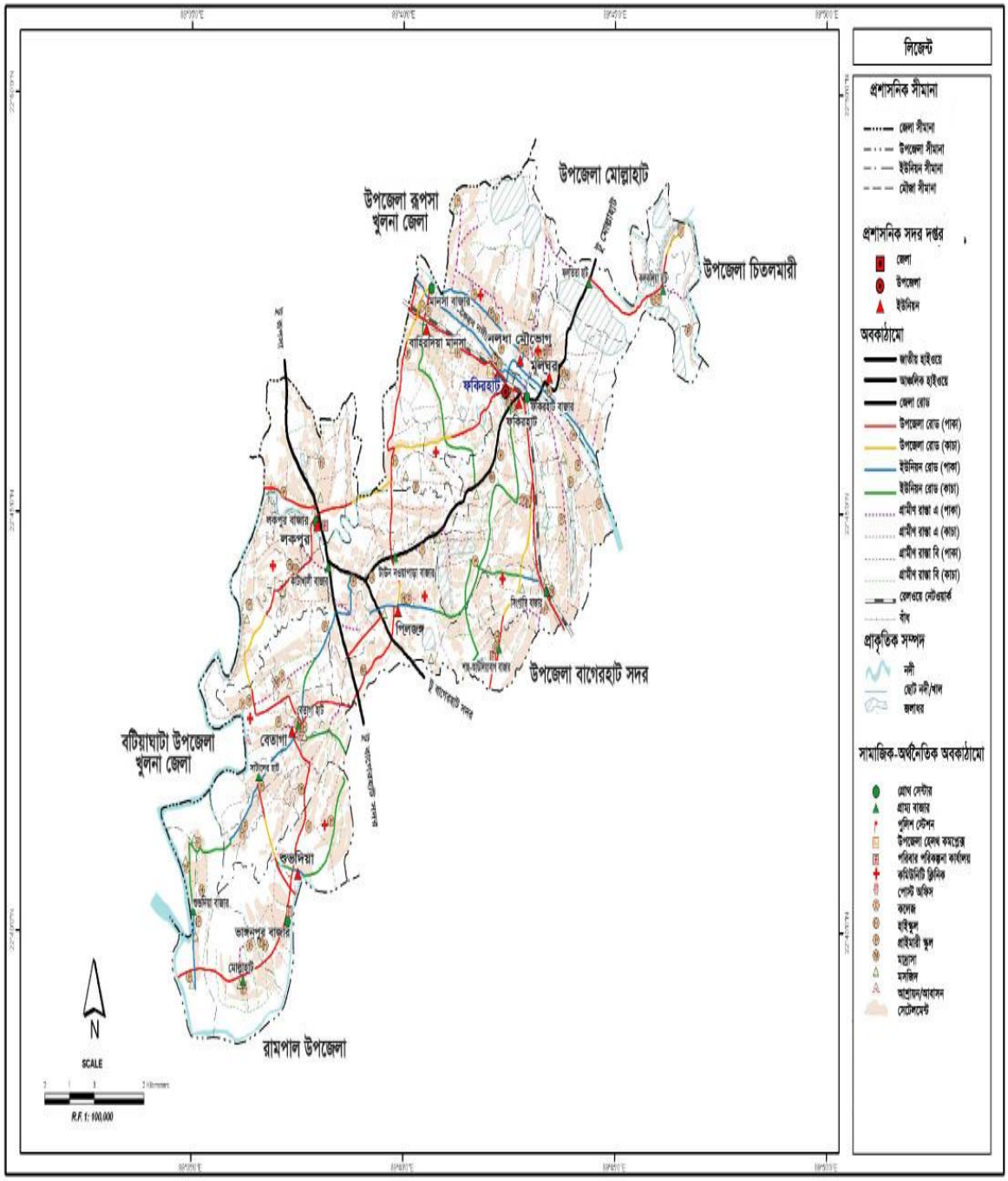

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

মানচিত্র

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

উপজেলার আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	অতিবৃষ্টি জনিত বন্যা				অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি						
২	লবনাক্ততা	লবনাক্ততা	লবনা-ক্ততা	লবনা-ক্ততা						লবনা-ক্ততা	লবনা-ক্ততা	লবনা-ক্ততা	লবনা-ক্ততা
৩	ঘুর্নিঝড়	ঘুর্নিঝড়	ঘুর্নিঝড়					ঘুর্নিঝড়	ঘুর্নিঝড়				
৪	বন্যা				বন্যা	বন্যা	বন্যা						

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

খরিপ-২ মৌসুমের শেষের দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কৃষক বেকার হয়ে পড়ে। কৃষি উৎপাদন না থাকায় কৃষক বাদ্য হয়ে জীবিকার জন্য পেশার পরিবর্তন করে এবং কৃষক পরিবারের আয় কমে যায়। এছাড়া রবি মৌসুমের শেষ দুই মাস ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কৃষকেরা বেকার হয়ে পড়ে এবং তাদের দৈনিক আয় কমে যায়।
উপজেলার জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.	কৃষক												
২.	মৎস্যজীবি												
৩.	দিনমজুর												
৪.	ব্যবসায়ী												

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ				
		বৃষ্টিপাত জনিতবন্যা	লবণাক্ততা	ঘূর্ণিঝড়	বন্যা	কালবৈশাখী
০১	কৃষক	বৃষ্টিপাত জনিত	নদী ও খালের	ফকিরহাট মূলত	প্রযোয্য নয়	ফকিরহাট মূলত

		দুর্যোগে আক্রান্ত কৃষকের ফসল ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় ফলে কৃষক পরিবারের জীবন- জীবিকার উপর মারাত্বকভাবে প্রভাব পড়ে। কৃষকের আয় কমে যায় এবং আর্থিক সংকট দেখা দেয়।	নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ায় জোয়ারের পানিতে কৃষি জমি ব্যাপক প্লাবিত হয়। ফলে অতিমাত্রায় লবণাক্ততার কারণে কৃষি উৎপাদন মারাত্বকভাবে বাধাগ্রস্থ হওয়ায় কৃষক পরিবারের জীবন- জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে এবং কৃষকের আয় কমে যেয়ে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। উপজেলার বেতাগা, শুভদিয়া, ফকিরহাট, লকপুর, বাহিরদিয়া ইউনিয়নে লবণাক্তার প্রভাব সর্বাদিক।	কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার জনবসতির ৮০ শতাংশই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণে যে কোন ঘূর্ণিঝড়েই কৃষি এবং কৃষক সরাসসি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রথমেই আঘাতপ্রাপ্ত হয় কৃষি ব্যবস্থা। সুতরাং উপকূলের দুর্যোগ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসযজ্ঞে এলাকার প্রধান কৃষিপণ্য যেমন- ধান, পান, সুপারী, রবিশস্য, সবজিসহ অন্যান্য ফসল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার প্রভাব পড়ে সরাসরি কৃষকের উপর।		কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার জনবসতির ৮০ শতাংশই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণে কালবৈশাখী ঝড়ে কৃষি এবং কৃষক সরাসসি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কালবৈশাখীর ধ্বংসযজ্ঞে এলাকার প্রধান কৃষিপণ্য যেমন- ধান, পান, সুপারী, রবিশস্য, সবজিসহ অন্যান্য ফসল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার প্রভাব পড়ে সরাসরি কৃষকের উপর।
০২	মৎস্যজীব	বৃষ্টিপাতজনিত বন্যায় মৎসজীবীরাও কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যায় মাছের আবাসস্থল যেমন পুকুর, ডোবা, জলাশয়, চিংড়ি এবং মৎস্যঘের ভেসে যায়। ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। উপজেলার বেতাগা,	লবণাক্ততায় উপজেলার মৎস্যজীবীরা ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। কারণ উপজেলায় লবণের ক্রমবদ্ধমান প্রভাব মৎস্যচাষে এবং উৎপাদনে দারুনভাবে প্রভাব ফেলছে। মাছের এবং চিংড়ির গড় উৎপাদন কমে যাচ্ছে।	ফকিরহাট মৎস্যচাষের জন্য বিখ্যাত। এখানে উৎপাদিত গলদা চিংড়ি বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। উপজেলায় হাজার হাজার গলদা ঘের রয়েছে যেগুলিতে মূলত মিষ্টি বা স্বাদু পানির গলদা চায় হয়। এছাড়াও মিষ্টি বা স্বাদু পানির অন্যান্য		কালবৈশাখী ঝড়ে মৎস্যজীব দের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় নদীতে অবস্থানকালীন সময়ে ঘড়ে বিপদের সম্মুখীন হয়। এছাড়াও গাছপালা উপরে গিয়ে পুকুর এবং ঘেরের ক্ষতি সাধন হয়।

		শুভদিয়া, ফকিরহাট, লকপুর, বাহিরদিয়া, মূলঘর, নলধা ও মৌভোগ ইউনিয়নে চিংড়িঘের বেশী থাকায় এখানকার কৃষকদের ক্ষগ্রিস্ত হওয়ায় আশংকা বেশী।	মৎস্যজীবীদের আয়রোজগার কম হচ্ছে। অর্থনৈতিক দ্বৈনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	মাছও এখানে ব্যাপকভাবে চাষ হয়। লবণাক্ততার আধিখ্যে মাছ এবং চিংড়ি উৎপাদন কমে যাচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে সরাসরি মৎস্যজীবীদের উপর।		
০৩	দিনমজুর	বন্যায় কৃষি, রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো নষ্ট হয়, ক্ষতি গ্রস্ত হয়। বাজারঘাট, দোকানপাট বন্ধ থাকে। যারবাহন চলাচল সীমিত হয়। কখনো বন্ধ হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। এর ফলে দিনমজুরদের কর্মক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো দীর্ঘদিন আয়রোজগারের পথ থাকে না।	লবণাক্ততায় কৃষি এবং মৎস্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় দিনমজুরদেরও কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফকিরহাটের চিৎড়িঘের এবং মৎস্যচাষের ৭,৪৬৩টি খামারে ২০-২৫ হাজার দিনমজুর শ্রমবিক্রয় করে জীবীকা নির্বাহ করে। সুতরাং কোন কারণে কৃষি, মৎস্য অথবা অন্যান্য অঅয়মুলক ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে দিনমজুররাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	যে কোন দুর্যোগে কৃষি, মৎস্য অথবা অন্যান্য আয়মুলক ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে দিনমজুররাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।		কালবৈশাখীর মত দুর্যোগে কৃষি, মৎস্য অথবা অন্যান্য আয়মুলক ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে দিনমজুররাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
০৪	ব্যবসায়ী	বন্যায় মূলত ছোট এবং মাঝারী ধরণের ব্যবসায়ীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফকিরহাট উপজেলার ৮টি	যেসব ব্যবসায়ী চিংড়ি ঘের এবং মৎস্য খামার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় জড়িত তারা লবণাক্ততার মত সমস্যায়	তীব্রতর ঘূর্ণিঝড়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপাদানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফকিরহাটের ৫০		কালবৈশাখী একটি স্থানিত ঘূর্ণিঝড়। এই ধরণের ঘূর্ণিঝড় যে এলাকায় আঘাত হানে সে এলাকায়

		ইউনিয়নে ছোট, ক্ষুদ্র, মাঝারী এবং বড় প্রায় ৫০ হাজার ব্যবসায়ী রয়েছে। বন্যায় এই ব্যবসায়ীরা কমবেশী ক্ষত্রি হবেন। তবে ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে বন্যার তীব্রতার উপর।	ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ফকিরহাটে ছোটবড় প্রায় - ১০-১২ হাজার চিংড়িঘের ও মৎস্যখামার এই ঝুকির মধ্যে রয়েছে।	হাজার ব্যবসায়ীই কমবেশী এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।		ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সে হিসেবে ছোট এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কালবৈশাকী ঝড়ে ঝুকির মধ্যে রয়েছে।

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎসসম্পদ	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	ব্রীজ/কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	অন্যান্য
অতিবৃষ্টি জনিত বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ঘূর্নিঝড় ও জলচ্ছাস	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
লবনাক্ততা	■	■		■					■	
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের ফলে এ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গরমের সময় বেশী গরম, বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি না হয়ে দেরিতে বৃষ্টি, পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও শীতের মৌসুমে মাঝে মধ্যে শৈত প্রবাহে ফসলের পরাগায়নের বিঘ্ন ঘটে আর এ কারণে সময়মত কৃষি উৎপাদন বা ফসল আবাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সমস্ত নদী-নালা, খাল-বিলের নাব্যতা হারিয়ে যাওয়ায় মাঝারী ধরণের বৃষ্টিপাতেই দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা, জলোচ্ছাস ও বন্যার কারণে কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং কৃষির উপর নির্ভর পরিবারের জীবন ও জীবিকায়নের উপর প্রভাব পড়ছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মৎস্য	ঘূর্ণিঝড় ও অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মৎস্যচাষের পুকুর ও ক্ষেত্রগুলি ভেসে যায়। পানি দূষিত হয়ে মাছ মারা যায়। অতি লবণাক্ততায় মাছ মারা যায়। মাছের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপাদন

	কমে যায়।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের ফলে নদী ও খালের নাব্যতা হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে মাঝারীধরণের বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং দির্ঘ্যদিন গাছের গোড়াই পানি থাকায় সকল প্রজাতি গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। কোন কোন গাছ মারা যায় অথবা বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্থ হয়।
স্বাস্থ্য	অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মত দুর্যোগে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ নানা ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় যেমনঃ- ডাইরিযা, নিমুনিয়া, চুলকানী, জ্বর, টাইফ্যড ও জন্ডিস ইত্যাদি।
জীবিকা	ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা ও অতিবৃষ্টির কারণে স্থানীয় পর্যায়ে জীবিকায়নের সকল উৎসগুলিই ক্ষতিগ্রসত্ম হয়। কৃষি জমি নষ্ট হয়। জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়। কৃষক বেকার হয়। জেলে বেকার হয়। কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ হয়। রাসত্মাঘাট ভেঙ্গেচুরে যাওয়ায় যানবাহনের চলাচল বন্ধ হয়। পরিবহন শ্রমিকরা বেকার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে যায়। মানুষ কর্মচ্যুত হয়।
পানি	লবণাক্ততার কারণে দূষিত হয়। মৃতদেহ, ময়লা আবর্জনা ইত্যাদিও কারণে পানির আধারসমূহ দূষিত হয়।
অবকাঠামো	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে স্কুল কলেজ রাসত্মাঘাট পুল-ব্রীজ কালভার্ট বাড়িঘর ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অকেজো হয়।

তৃতীয় অধ্যায়:
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বন্যা	খাদ্য ও সুপেয় পানি সমস্যা	ফসল ও আবাসন সমস্যা	ঘরবাড়ী,বিভিন্ন রোগের উপদ্রপ
ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস	জীবনের ক্ষতি, ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, হাঁস-মুরগী, গরম্ন-ছাগল, ফসলের ক্ষতি, রোগের প্রাদুর্ভাব, বিশুদ্ধ পানির সমস্যা, স্যানিটেশনের সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, শিশুদের শিক্ষা বাধা প্রাপ্ত,	রাসত্মা-ঘাটের ক্ষতি, পানীয় জলের সমস্যা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, ফসলের সমস্য, স্বাস্থ্যহানী, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, স্থানামত্মরিত হয়, অপরাধ বৃদ্ধি পায়, নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে	অর্থনৈতিক ক্ষতি, অবকাঠামোর ক্ষতি, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি
অতিবৃষ্টি	জীবনের ক্ষতি, ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, হাঁস-মুরগী, গরম্ন-ছাগল, ফসলের ক্ষতি, রোগের প্রাদুর্ভাব, বিশুদ্ধ পানির সমস্যা, স্যানিটেশনের সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, শিশুদের শিক্ষা বাধা প্রাপ্ত	রাসত্মা-ঘাটের ক্ষতি, পানীয় জলের সমস্যা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, ফসলের সমস্য, স্বাস্থ্যহানী, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, স্থানামত্মরিত হয়, অপরাধ বৃদ্ধি পায়, নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে	অর্থনৈতিক ক্ষতি, অবকাঠামোর ক্ষতি, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি
লবনাক্ততা	গাছ-পালা , জমি নষ্ট ও ফসলের ক্ষতি	ফসলের সমস্য, স্থানামত্মরিত হয়, বনায়নের ক্ষতি ও নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে	অর্থনৈতিক ক্ষতিও ব্যয় বৃদ্ধি

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়	ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, হাঁস-মুরগী, গরম্ন-ছাগল, ফসলের ক্ষতি, রোগের প্রাদুর্ভাব, বিশুদ্ধ পানির সমস্যা, স্যানিটেশনের সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, শিশুদের শিক্ষা বাধা প্রাপ্ত থেকে সচেতন থাকা,	রাসত্মা-ঘাটের ক্ষতি, পানীয় জলের সমস্যা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, ফসলের সমস্য, স্বাস্থ্যহানী, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, স্থানামত্মরিত হয়, অপরাধ বৃদ্ধি পায়, নিরাপত্তা হীনতায় না ভোগে	অর্থনৈতিক ক্ষতি, অবকাঠামোর ক্ষতি, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি না করা
লবনাক্ততা	ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা , জমি নষ্ট ও ফসলের ক্ষতি না করা	ফসলের সমস্য, স্থানামত্মরিত হয়, বনায়নের ক্ষতি ও নিরাপত্তা হীনতায় না ভোগে	অর্থনৈতিক ক্ষতিও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি না করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
অতিবৃষ্টি	জীবনের ক্ষতি, ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, হাঁস-মুরগী, গরম্ন-ছাগল, ফসলের ক্ষতি, রোগের প্রাদুর্ভাব, বিশুদ্ধ পানির সমস্যা, স্যানিটেশনের সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, শিশুদের শিক্ষা বাধা প্রাপ্ত না করা	রাস্তা-ঘাটের ক্ষতি, পানীয় জলের সমস্যা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, ফসলের সমস্য, স্বাস্থ্যহানী, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, স্থানvন্তরিত হয়, অপরাধ বৃদ্ধি পায়, নিরাপত্তা হীনতায় না ভোগে উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা	অর্থনৈতিক ক্ষতি, অবকাঠামোর ক্ষতি, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি না করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি সহ সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১.					

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্ত-বায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরি-কল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউ-নিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	টেকসই বেড়ীবাধঁ সংসাকার	১০কিঃ	১ কোটি	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	২০১৪-১৬	৮০%	১%	৪%	১৫%	
২	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১০টি	২০কোটি	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০১৪-১৬	৮০%	১%	৪%	১৫%	
৩	জনগনকে সচেতন করা	প্রতি পরিবার থেকে এক জন	১কোটি	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০১৪-১৬	৮০%	১%	৪%	১৫%	
৪	বৃক্ষরোপন	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরকারী দর মোতাবক	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০১৪-১৬	৮০%	১%	৪%	১৫%	
৫	পুকুর ও খাল খনন	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরকারী দর মোতাবক	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০১৪-১৬	৮০%	১%	৪%	১৫%	
৬	রাস্তা ও ব্রীজ-কালভাট নির্মান	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরকারী দর মোতাবক	প্রয়োজন অনুযায়ী	২০১৪-১৬	৮০%	১%	৪%	১৫%	
৭	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন	সকল ওয়ার্ডে	২৪০ জন	ইউডিএমসি	২০১৪	৮০%	১%	৪%	১৫%	

৩.৪.২ দুর্যোগকালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরি-কল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউ-নিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	সংকেত প্রচার	প্রতি ওয়ার্ডে	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঝুকিপূর্ণ এলাকায়	২০১৪-১৬	৯০%	১%	৪%	৫%	
২	গর্ভবতি মা, শিশু, বৃদ্দ, প্রতিবন্দিদের আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়ার ব্যবস্থা করা	সকল কে	প্রয়োজন অনুযায়ী	আশ্রয় কেন্দ্রে	২০১৪-১৬	৯০%	১%	৪%	৫%	
৩	আশ্রয় কেন্দ্রে শৃংখলা বজায় রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	আশ্রয় কেন্দ্রে	২০১৪-১৬	৯০%	১%	৪%	৫%	
৪	রেডিওর নির্দেশনা মেনে চলা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঝুকিপূর্ণ এলাকায়	২০১৪-১৬	৯০%	১%	৪%	৫%	
৫	আশ্রয় স্থলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	আশ্রয় কেন্দ্রে	২০১৪-১৬	৯০%	১%	৪%	৫%	
৬	তাৎখনি সাহয্যের জন্য দায়িত্ত প্রাপ্ত ব্যত্িকর সাথে যোগাযোগ রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঝুকিপূর্ণ এলাকায়	২০১৪-১৬	৯০%	১%	৪%	৫%	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্ত-বায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরি-কল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউ-নিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	দুর্যোগে আক্রামত্ম মানুষের তাৎ·নিক চাহিদা পুরন	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	
২	যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	
৩	আহত ব্যক্তিদের জরম্নরি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	
৪	·তিগ্রস্থ ব্যাক্তিদের বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	
৫	·য়খতির পরিমান নিরপন করে ইউজেড ডিএমসির কাছে হসত্মামত্মর করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	
৬	জরম্নরী ত্রান কার্যক্রমসুস্ঠভাবে পরিচালনা করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	
৭	দুর্যোগে আক্রামত্ম মানুষের তাৎ·নিক চাহিদা পুরন	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	৫%	১৫%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউ-নিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	ঝড়ের মৌসুম শুরুর পূর্ব থেকেই খাদ্য দ্রব্য চাল, ডাল, গম ও শস্য বীজ বড় মাটির মটকিতে ভরে রাখা যেন ঝড়ের সংকেত শোনার সাথে সাথে মাটিতে পুতে রাখা যায়;	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	১০%	১০%	
২	ঝড়ের মৌসুম শুরুর আগে থেকেই শুকনা খাবার, চিড়া, গুড়, মুড়ি, বিস্কুট ইত্যাদি টিনের পাত্রে রেখে মুখ বন্ধ করে রাখা;	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	১০%	১০%	
৩	কৃষি উপকরণসমূহ লাঙ্গল, জোয়াল, মই, ট্রাক্টর, পাম্প ইত্যাদি দড়ি দিয়ে মোটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা;	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	১০%	১০%	
৪	নৌকা, জাল ইত্যাদি মোটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা;	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	১০%	১০%	
৫	ঘূর্ণিঝড় যেন টিউবয়েলের ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য টিউবওয়েলের মুখ খুলে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করে রাখা;	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	১০%	১০%	
৬	জলোচ্ছাসের পানিতে পুকুর যেন ডুবে না যায় তার জন্য পুকুর পাড় উঁচু করে বাধা।	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়		৭০%	১০%	১০%	১০%	

চতুর্থ অধ্যায়:
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (ইওসি):

সকল দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যেকোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ প্রদর্শন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মো: মাহবুবুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৬১১৩৩১৯
২.	মোসা: নাসরিন সুলতানা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৫৪২৩৬৪০
৩.	মো: মাহবুবুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭১৬১১৩৩১৯
৪.	মো: ইফতে খায়রূল আলম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭১৬৭১১৬০১
৫.	মোঃ রাকিবল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭১৬-৭২৫১৫১
৬.	ডাঃ মনোহর চন্দ্র মন্ডল	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১৬-৮৭৫০৮৬

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।

উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।

বিভাগ/জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

কন্ট্রোলরুমে ১টি কন্ট্রোলরুম রেজিস্টার থাকবে। উক্ত রেজিস্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হলো তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দেয়ালে টাংগানো একটি উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ, ইউপি ভবন,স্কুল,কলেজ, বাজার-ঘাট, সাইক্লোন সেল্টার ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, কমপক্ষে ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোলরুমে মজুত রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউপিহর জন্য ১০ জন করে	দুর্যোগ পূর্ব কালিন	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জিও/এনজিও	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	গাড়ী/ভ্যান /নেঁকা
২.	সর্তকবার্তা প্রচার	প্রতি ইউনিয়নে	দুর্যোগ পূর্ব কালিন	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জিও/এনজিও	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	গাড়ী/ভ্যান /নেঁকা
৩.	নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগ পূর্ব কালিন	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জিও/এনজিও	সচল যন্ত্র প্রস্তুত রাখবে	গাড়ী/ভ্যান /নেঁকা
৪.	উদ্ধার কাজ	সকল ক্ষতিগ্রস্তদের	দুর্যোগ পরবর্তি	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জিও/এনজিও	গননা করে	গাড়ী/ভ্যান/ নেঁকা
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য/মৃ	সকল ক্ষতিগ্রস্তদের	দুর্যোগ কালিন ও	মেডিকেল টিম	জিও/এনজিও	দুর্যোগ এলাকায়	গাড়ী/ভ্যান/ নেঁকা

	ত ব্যবস্থাপনা		দুর্যোগ পরবর্তি			উপস্থিত হয়ে	
৬.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগ কালিন ও দুর্যোগ পরবতি	মেডিকেল টিম	জিও/এনজিও	দুর্যোগ এলাকায় উপস্থিত হয়ে	গাড়ী/ভ্যান/ নেঁকা
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগ কালিন ও দুর্যোগ পরবতি	মেডিকেল টিম	জিও/এনজিও	দুর্যোগ এলাকায় উপস্থিত হয়ে	গাড়ী/ভ্যান /নেঁকা
৮.	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	স্বেচ্ছা সেবক	দুর্যোগ কালিন ও দুর্যোগ পরবতি	স্বেচ্ছা সেবক	জিও/এনজিও	আশ্রয় কেন্দ্রে	গাড়ী/ভ্যান /নেঁকা
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগ কালিন ও দুর্যোগ পরবতি	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জিও/এনজিও	দুর্যোগ এলাকায় উপস্থিত হয়ে	গাড়ী/ভ্যান /নেঁকা
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	জিও/এনজিও	দুর্যোগের আগে	স্বেচ্ছা সেবক	জিও/এনজিও	সম্ভাব্য দুর্যোগ এলাকায়	গাড়ী/ভ্যান/ নেঁকা
১১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগ কালিন ও দুর্যোগ পরবতি	পি আই ও	জিও/এনজিও	উপজেলা পরিষদে	মোবাইল ফোন

আপদকালীন পরিকল্পনা বাসত্মবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখাঃ

ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদেরকি নেতৃত্বে দল গঠন করা।

স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ, আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচারঃ

প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সর্তক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন।

৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষনা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, নন্দীর, গির্জার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি গ্রহনঃ

রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা। বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এরাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।

৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঝুকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন । প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে । কোন ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবে ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানঃ

অত্যাধিক ঝুকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা।

অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচারনা করা।

আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

মৃত দেহ সৎকার ও গবাদি পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণঃ

দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।

জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক রাখা।

দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।

আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।

জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখাঃ

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন।

নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

জরুরী কন্ট্রোল রুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নং সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ

দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হহএসওএস ফরমহহ ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে হহডহহ ফরম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করাঃ

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।

বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখাঃ

তাৎক্ষনিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি গুড়,ম্যাচ,মোমবাতি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট-বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
চাল,ডাল,আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা- ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি, পলিথিন ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও তা স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকাঃ

উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়াত্ম আয়োজন করাঃ

সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার,অপসারণ,উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
মহড়া অনুষ্ঠানে অসুস্থ, পঙ্গু,গর্ভবতী নারী ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়া যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়ার অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাত্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।
ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্র কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমূহঃ

বন্যার সময় ডুবে যাবেনা, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
প্রতিটির বিস্তারিত বর্ননা লিখতে হবে।
নিম্নের টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই	বেতাগা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	শ্রী রামকৃষ্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৫শ জন	বর্তমানে স্কুল কাম শেল্টারের কাজ চলছে।

				কোন কমিটি নেই।
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১. চাকুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২. মাসকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩. বেতাগা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪. বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ৫. ধনপোতা মাসকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬. বি,কে, শেখ আলী আঃ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়		২০শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ		৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	বেতাগা গ্রাম থেকে চাতকপুর স্কুল পর্যন্ত- ৪ কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক		২-৩ হাজার জন	রাস্তার অবস্থা বর্তমানে আংশিক ভালো।
বাঁধ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাধঁ কুড়ালতলা থেকে কুমারখালী সুইজগেট পর্যন্ত- ৬ কিঃ মিঃ (ওয়ার্ড নং- ৩,৪,৮ ও ৯)		৩০শ জন	বাঁধ মেরামত প্রয়োজন
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই	শুভদিয়া	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
কলেজ কাম শেল্টার	শেখ হেলাল উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ		২০শ জন	বর্তমানে কলেজ কাম শেল্টারের কাজ চলছে। কোন কমিটি নেই।
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১. দেয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২. শুভদিয়া বি,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩. শুভদিয়া তাকিয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪. তেকাটিয়া দেয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা ৫. তেকাটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬. দেয়াপাড়া এসএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়		২৫শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	শুভদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ		৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	চাতকপুর স্কুল থেকে গোরম্বা বাজার পর্যন্ত- ৯ কিঃ মিঃ উপজেলা সড়ক		৫-৭ হাজার জন	রাস্তার অবস্থা বর্তমানে আংশিক ভালো।
বাঁধ	কুমারখালী নদী হইতে গোরম্ভা পর্যন্ত- ৯ কিঃ মিঃ। ওয়ার্ড নং- ৭,৮ও ৯।		৪-৫ হাজার জন।	বাঁধ মেরামত প্রয়োজন
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই	পিলজংগ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১.শহীদ সৃতি ডিগ্রী কলেজ ২. শাহ্ আউলিয়া এমএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩. জয়পুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৫-২৮শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ

	৪. পিলজংগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়			পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	পিলজংগ ইউনিয়ন পরিষদ		৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	১. লখপূর ব্রীজ থেকে শুখদাড়া মোড়, কাটাখালী মোড় থেকে ধরের বাড়ী এবং কাটাখালী মোড় থেকে বৌলতলীর মোড় পর্যন্ত- ১৪.৫০ কিঃ মিঃ (খুলনা-মোংলা মহাসড়ক, খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়ক এবং খুলনা-ঢাকা হাইওয়ে সড়ক) ২. সাইতেন তলা ব্রীজ থেকে ফকিরহাট ইউনিয়ন শুরু- ২কিঃমিঃ (উপজেলা সড়ক)।		১২-১৪ হাজার জন ২০-২৫শ জন	রাস্তার অবস্থা বর্তমানে ভালো।
বাঁধ	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১.ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ ২. আট্রাকা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩. বাহিরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪ আট্রাকা কে, আলী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়. ৫. বাহিরদিয়া মানসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬. গাবখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বাহিরদিয়া	২৫-৩০শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	বাহিরদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ		৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	ফকিরহাট ষ্টেশন থেকে স্বল্প বাহিরদিয়া পর্যন্ত- ৪ কিঃমিঃ (উপজেলা সড়ক)।		৩৫-৪০শ জন	
বাঁধ				
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১. ডহর মৌভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২. খড়রিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩. দোহাজারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪. নলধা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নলধা মৌভোগ	১৮-২০শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন পরিষদ		৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার

				ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা				
বাঁধ	মানসা ব্রীজ- ফকিরহাট ব্রীজ বাঁধ প্রায় ২ কিঃ মিঃ। ওয়ার্ড নং- ৩, ৪ ও ৮		১০-১৫শ জন	বাঁধ মেরামত প্রয়োজন
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১.কাজী আজাহার আলী ডিগ্রী কলেজ ২. হাজী আঃ হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়. ৩. পাগলা শ্যামগনর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪. কাঠাঁলতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫. শিরিন হক মাধ্যঃ বালিকা বিদ্যালয় ৬. শিংগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭. পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		১৬-১৮শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিষদ	ফকিরহাট	৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	১. বৌলতলীর মোড় থেকে ফকিরহাট ব্রীজ পর্যন্ত- ৪ কিঃ মিঃ (খুলনা-ঢাকা হাইওয়ে সড়ক) ২. ফাকরহাট ষ্টেশন থেকে ব্রাক্ষণ- রাংদিয়া পর্যন্ত- ৩.৫ কিঃমিঃ (উপজেলা সড়ক) ।		৪-৬ হাজার জন ২৫-৩০শ জন	রাস্তার অবস্থা বর্তমানে ভালো।
বাঁধ	আট্রাকা ভেড়ীবাঁধ-৪ কিঃ মিঃ, ওয়ার্ড নং- ১। বারাশিয়া ভেড়ীবাঁধ-২ কিঃ মিঃ, ওয়ার্ড নং- ২। কাঠাঁলতলা ভেড়ীবাঁধ- ৫ কিঃ মিঃ, ওয়ার্ড নং- ৩ ও পাইকপাড়া ভেড়ীবাঁধ- ৬ কিঃ মিঃ, ওয়ার্ড নং- ৯।		১০- ১২ হাজার জন	বাঁধ মেরামত প্রয়োজন
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১. লখপুর আঃ ইঃ আম্বিয়া বালিকা ২. ভবনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩. ভবনা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ৪. খাজুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫. কাহারডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৫-২৮শ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	লখপূর ইউনিয়ন পরিষদ	লখপূর	৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	কুদির বটতলা থেকে লখপূর ব্রীজ পর্যন্ত -৪ কিঃ মিঃ (খুলনা-মোংলা মহাসড়ক)		৫-৬ হাজার জন	রাস্তার অবস্থা বর্তমানে ভালো।
বাঁধ	দমগেট থেকে লখপূর ব্রীজ পর্যন্ত- ৩.৫ কিঃ মিঃ, ৪ নং- ওয়ার্ড ও দশগেট থেকে		৬-৭ হাজার জন	বাঁধ মেরামত প্রয়োজন

	খাজুরিয়া প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত- ৩.৫ কিঃ মিঃ, ওযার্ড নং-৩।			
মাটির কিল্লা/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
স্কুল কাম শেল্টার	নাই		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান	১. কলকলিয়া জি,সি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২. ফলতিতা শশধর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩. কাঠালবাড়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪. মূলঘর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়		১৮-২২ জন	বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় অধিবাসী বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
ইউপি ভবন	মূলঘর ইউনিয়ন পরিষদ	মূলঘর	৪-৫শ জন	ইউপি ভবনগুলো একই ডিজাইনের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।
উঁচু রাস্তা	ফকিরহাট ব্রীজ থেকে ফলতিতা বাজার পর্যন্ত - ৫কিঃ মিঃ(খুলনা-ঢাকা হাইওয়ে সড়ক)		৭-৮ হাজার জন	রাস্তার অবস্থা বর্তমানে ভালো।
বাঁধ	সোনাখালী থেকে বেনেখালী পর্যন্ত-৬ কিঃ মিঃ ও গুড়গুড়িয়া ভেড়ীবাঁধ-৭ কিঃ মিঃ। ওয়ার্ড নং- ৪, ৬ ও ৯		১০-১২ হাজার জন	বাঁধ মেরামত প্রয়োজন

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন অংশ। সঠিক ও সময়য়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পরেছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাচাঁনো।
দুর্যোগের সময় গবাদীপশুর জীবন বাচাঁনো।
আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বর, গন্যমান্য ব্যাক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
কমিটির দায়-দায়িত্ব সর্ম্পর্ক ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেনঃ

নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা

সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান
উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কিকি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল,ফেলাজিল ইত্যাদি)পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
খাবার পানি ও রান্নার ব্যবস্থা রাখা
পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা)
নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা গোসলের ব্যবস্থা করা
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
আলোর ব্যবস্থা করা
আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে
আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরৎ দেওয়া
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
গর্ভবতি নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

আশ্রয়কেন্দ্র মূলতঃ দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়
দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষযবহার করা যেতে পারে
প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষণঃ

প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে
আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে

- গাইড লাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়		
স্কুল কাম শেল্টার	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়		
সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়		
উঁচু রাস্তা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়		
বাঁধ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়		

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র/স্কুল,কলেজ কাম শেল্টার	৫টি	অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক	
গোডাউন	এক টি		
নৌকা	নাই		
মাটির কিল্লা	নাই		
গাড়ী	২০টি	উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	
স্পীড বোট	নাই		

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট-বাজার ইজারা, খাল-বিল ইজারা এবং কিছু ব্যবসা বাণিজ্য ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে। বর্তমানে বড় হাট-বাজার, খাল-বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই, ফলে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস আগের তুলনায় অনেক কম । তবে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে জমি ক্রয়-বিক্রয় (ভূমি রেজিষ্ট্রেশন) থেকে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের কাছে হস্তান্তর করে থাকেন। যদিও উক্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদকে সব সময় দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ ঐ অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধ করতে হয়। তৃনমূলের স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার লোকাল গর্ভমেন্ট সার্পোট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদকে থোক বরাদ্দ হিসেবে ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন।

পরিষদের আয়ঃ

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকিবে।
(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড সাইসেন্স)
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

* হাট-বাজার ইজারা বাবদ
* ঘাট ইজারা বাবদ
* খাস পুকুর ইজারা বাবদ
* খোয়াড় ইজারা বাবদ

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
সম্পত্তি হতে আয়
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান
উন্নয়ন খাত

* কৃষি
* স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী
* রাস্তা নির্মান ও মেরামত
* গৃহ নির্মান ও মেরামত
* উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)

সংস্থাপন

* চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

* সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

অন্যান্য

* ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

*উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

*জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা

*এনজিও

*সিডিএমপি

বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদকে সরাসরি অর্থ প্রদান করছে। ইউনিয়ন পরিষদে অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে, ঐ পরিষদের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা ও সর্বপরি সুশাসনের উপর। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসকে বিবেচনা করেই প্রকল্প গ্রহন, তৈরী, অর্থ বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন সম্পাদন প্রয়োজন। যেন তার ইউনিয়নে সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা না হয়।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষাকরণ

দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তনায়নের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ২টি কমিটি গঠন করতে হবে।

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটিঃ

ফলোআপ কমিটির সংখ্যা হতে হবে ৫(পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট।

চেয়ারম্যান

সচিব

এনজিও প্রতিনিধি

সদস্য ২ জন (সাধারণ কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মো: মাহবুবুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৬১১৩৩১৯
২	মোসা: নাসরিন সুলতানা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৫৪২৩৬৪০
৩	মো: মাহবুবুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭১৬১১৩৩১৯
৪	মো: ইফতে খায়রূল আলম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭১৬৭১১৬০১
৫	গোপাল রাহা	জেজে এস	০১৯১৫৯৩৬০৪৩

কমিটির কাজ

খসড়া পরিকল্পনা তৈরী,পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া যেমনঃ কৃষি, পশুপালন, মৎস্য ইত্যাদি।

দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত হওয়া অর্থাৎ কে করবে, কি করবে, কোথায় করবে, কিভাবে করবে, কাদের করবে ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করা। পাশাপাশি অর্থায়নের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিট ।

চেয়ারম্যান

সচিব

নারী সদস্য

সরকারী প্রতিনিধি

এনজিও প্রতিনিধি

সদস্য ২ জন (সাধারণ কমিটি থেকে)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	শেখ শরিফুল কামাল কারিম	চেয়ারম্যান	০১৭১১৪৪৩২৭২
২	মোসা: নাসরিন সুলতানা	সদস্য সচীব	০১৮১৫৪২৩৬৪০
৩	তহুরা খানম	সদস্য	০১৭২৩৯০৮১১১
৪	তুহিন কান্তি ঘোষ	সদস্য	০১৭১৬৭৭৬৮৮৩
৫	গোপাল রাহা	সদস্য	০১৯১৫৯৩৬০৪৩
৬	মো: হাফিজুল হক	সদস্য	০১৭১৪৩৩৪৯
৭	মো: নুরূল ইসলাম	সদস্য	০১৭১২৬৩৭২৯৮

কমিটির কাজ

প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা আগাগোড়া পর্যালোচনা করা এবং পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন এবং প্রত্যেক দুর্যোগ পরবর্ত্তী ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার ও জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি করা।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

পঞ্চম অধ্যায়:
উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্তার কারণে উঠতি ফসল নষ্ট হয়। কৃষিজমি লবণাক্ত হয়। জমি চাষের অনুপযোগী হয়। জমির জীবনিশক্তি হ্রাস পায়। কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।
মৎস্য	ঘূর্ণিঝড় ও অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মৎস্যচাষের পুকুর ও ··ত্রগুলি ভেসে যায়। পানি দূষিত হয়ে মাছ মারা যায়। অতি লবণাক্ততায় মাছ মারা যায়। মাছের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপাদন কমে যায়।
গাছপালা	ঘূর্ণিঝড়ে গাছপালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বনায়ন নষ্ট হয়।
স্বাস্থ্য	ঘূর্ণিঝড়ে মানুষ হতাহত হয়। লবণাক্ত ও দূষিত পানি পানের কারণে মানুষ পানিবাহিত রোগে আক্রামত্ম হয়।
জীবিকা	ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা ও অতিবৃষ্টির কারণে স্থানীয় পর্যায়ে জীবিকায়নের সকল উৎসগুলিই ·তিগ্রসত্ম হয়। কৃষি জমি নষ্ট হয়। জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়। কৃষক বেকার হয়। জেলে বেকার হয়। কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ হয়। রাসত্মাঘাট ভেঙ্গেচুরে যাওয়ায় যানবাহনের চলাচল বন্ধ হয়। পরিবহন শ্রমিকরা বেকার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে যায়। মানুষ কর্মচ্যুত হয়।
পানি	লবণাক্ততার কারণে দূষিত হয়। মৃতদেহ, ময়লা আবর্জনা ইত্যাদিও কারণে পানির আধারসমূহ দূষিত হয়।
অবকাঠামো	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে স্কুল কলেজ রাসত্মাঘাট পুল-ব্রীজ কালভার্ট বাড়িঘর ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অকেজো হয়।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মো: মাহবুবুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৬১১৩৩১৯
২.	মোসা: নাসরিন সুলতানা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৫৪২৩৬৪০
৩.	মো: মোতাহার হোসেন	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭২৬৪১০৪৪০

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	শেখ মিজানুর রহমান	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	০১৭১১২৮০০৮৮
২.	মো: নুরূল ইসলাম	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭১২৬৩৭২৯৮
৩.	শেখ আমজাদ হোসেন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১২১৫৪০০৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোসা: নাসরিন সুলতানা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৫৪২৩৬৪০
২.	ডা: মনোহর চন্দ্র মন্ডল	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১৬৮৭৫০৮৬
৩.	মো: মোতাহার হোসেন	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭২৬৪১০৪৪০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোসা: নাসরিন সুলতানা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৫৪২৩৬৪০
২.	ডা: মনোহর চন্দ্র মন্ডল	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১৬৮৭৫০৮৬
৩.	মো: মোতাহার হোসেন	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭২৬৪১০৪৪০
৪.	মো: ইফতে খায়রূল আলম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্ত	০১৭১৬৭১১৬০১

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও টিভির মারফত ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে নিম্নবর্ণিত হহছকহহ (চেক লিষ্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে)

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে	
২.	ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা।	
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে ।	
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ত্রাণ গুদামের ব্যবস্থা আছে।	
৭.	অন্যান্য	

বিঃদ্রঃ

চেকলিষ্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিরষদ তহবিল দ্বারা বা যে কোন উৎস/সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেও জন্য লাইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে চকের চেক লিষ্ট পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ প্রয়োজন।

ক্রঃ নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য মজুদ আছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৩.	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	হ্যাঁ
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	না
৬.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	না
৭.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	না
৮.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকুপ আছে।	হ্যাঁ
৯.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে।	হ্যাঁ
১০.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে।	না
১১.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
১২.	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে।	না
১৩.	গরু-ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	না
১৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	হ্যাঁ
১৫.	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে।	না
১৭.	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৮.	অন্যান্য।	হ্যাঁ

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১.	শেখ শরিফুল কামাল কারিম	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	সভাপতি	০১৭১১৪৪৩২৭২
২.	শেখ মিজানুর রহমান	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১১২৮০০৮৮
৩.	তহুরা খানম	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭২৩৯০৮১১১
৪.	মোসাম্মদ নাসরিন সুলতানা	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সচিব	০১৮১৫-৪২৩৫৪০
৫.	সরদার ইকরামুল কবীর	উপজেলা প্রকৌশলী, এজিইডি	সদস্য	০১৭২৪-৪৩৩২৬৫
৬.	কাজী ওয়ালি-উল হক	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১৭-৯৪৬৩৫৭
৭.	মো: মোতাহার হোসেন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৬-৪১০৪৪০
৮.	মোঃ রাকিবল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬-৭২৫১৫১

৯.	মোঃ হাফিজুল হক	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৪-৩৩৪৯৫৫
১০.	খান গোলাম রহমান	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৫-১৮২২৬৩
১১.	রুহুল কুদ্দুস তালুকদার	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১১৯১-১৩৫৬০৯
১২.	দেবাশীষ কুমার বিশ্বাস	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-১৩৫৪৩২
১৩	ডাঃ কৃষ্ণপদ লসকর	উপজেলা স্বাঃ ও পঃ পরিঃ কর্মঃ	সদস্য	০১৮১৯-০৫৪৪২৮
১৪.	ডাঃ মনোহর চন্দ্র মন্ডল	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬-৮৭৫০৮৬
১৫.	জান্নাতুল ফেরদোসী	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৭৭৯৪৭৮
১৬	মো: ইফতেখারূল আলম	উপজেলা সিনিয়ার মৎস্য কর্মকর্ত	সদস্য	০১৭১৬৭১১৬০১
১৭.	কাজী জাকিরুল হাসান	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য	০৪৫৬৩০৫
১৮.	তুহিন কান্তি ঘোষ	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্ম	সদস্য	০১৭১৬৭৭৬৮৮৩
১৯.	রবিউল ইসলাম খান	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৭১৬৪৯৫৯৩০
২০	শেখ আমজাদ হোসেন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২১৫৪০০৫
২১.	মো: নুরূল ইসলাম	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৬৩৭২৯৮
২২	এস এম আনোয়ার হোসেন	ভারপ্রপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য	০৪৫৬২৩৪
২৩	স্বপন কুমার দাশ	চেয়ারম্যান ১নং বেতাগা ইউপি	সদস্য	০১৭১১২৯৫৮৬১
২৪	এস এম আবুল হোসেন	চেয়ারম্যান ২নং লখপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৩৪০০২৪৫
২৫	খানঁ শামীম জামান পলাশ	চেয়ারম্যান ৩নং পিলজংগ ইউপি	সদস্য	০১৭১৫২৯২৬৪৬
২৬	শিরীনা আক্তার	চেয়ারম্যান ৪নং ফকিরহাট ইউপি	সদস্য	০১৯২২৬৬৮৫৪৬
২৭	মোঃ রেজাউল করিম ফকির	চেয়ারম্যান বাহিরদিয়া ইউপি	সদস্য	০১৭৫৭৮৪২৩৩৬
২৮	কাজী মোঃ মহসিন	চেয়ারম্যান নলধা-মোভোগ ইউপি	সদস্য	০১৭১২২৬৬৭৫০
২৯	সৈয়দ তৌহিদুল ইসলাম	চেয়ারম্যান ৭নং মূলঘর ইউপি	সদস্য	০১৭১৪০২৮৯৬৭
৩০	এম এ আউয়াল	চেয়ারম্যান ৮নং শুভদিয়া ইউপি	সদস্য	০১৭১১৪৮২২১৯
৩১	শেখ কামরূল ইসলাম	চেয়ারম্যান বি আর ডি বি	সদস্য	০১৮১৯৯০৪৮০০
৩২	ইয়াছিন আহম্মদ	সভাপতি প্রেসক্লাব	সদস্য	০১৭১২৫২৩২৭০
৩৩	গোপাল রাহা	এনজিও (জেজেএস)	সদস্য	০১৯১৫৯৩৬০৪৩
৩৪	রঞ্জণ কুমার সেন	গন্যমান্য ব্যাক্তি	সদস্য	
৩৫	বেবী ইয়াছমীন	মহিলা প্রতিনিধি	সদস্য	
৩৬	আলতাফ হোসেন টিপু	সমাজ সেবক	সদস্য	

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

পিলজংগ ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র: নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	মিজানুর রহমান	আব্দুল মান্নান	০৬	নাই	০১৭১৬-৮২০৪১৮	এফজিডির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	আসলাম মোল্ল্যা	মোহাম্মাদ মোল্ল্যা	০৮	নাই	০১৭২৫-০৩৮১৩২	
০৩	মোঃ আনিছুর রহমান	মোঃ আশ্বাব আলী	০৯	নাই	০১৯৩৬-৫৬৪৭৩২	
০৪	মিন্টু রহমান	জববার শেখ	০৯	নাই	০১৯১২-২৮৬২৬৫	
০৫	মোস্তাইন বিল্ল্য	আঃ মালেক	০২	নাই	০১৭৩৪-১৫৮০৭৪	
০৬	নাইম শেখ	মোঃ আশ্বাব আলী	০৯	নাই	০১৯৩৮-৬০৬৬৪৮	
০৭	আনোয়ার মোড়ল	মৃত: আমিন মোড়ল	০১	নাই	০১৭২৫-৩৫৮৯২১	
০৮	কমলেশ মজুমদার	সুশান্ত মজুমদার	০৪	নাই	০১৭১৩-৯২১৭৮২	
০৯	মোঃ আছাদুজ্জামান শেখ	রফি শেখ	০৪	নাই	০১৭৪৮-৯৮০০১৫	
১০	জিয়া শেখ	শেখ আঃ লতিফ	০৪	নাই	০১৭৫২-০৪৭১৫২	
১১	মিলন শেখ	শেখ আঃ রশিদ	০৮	নাই	০১৭২৫-০৩৮১৩২	
১২	রেজওয়ান মল্লিক	ইলিয়াছ হোসেন	০৬	নাই	০১৭২৪-৭১৮৩৮০	
১৩	উজ্জল দে	রনজিৎ দে	০৬	নাই	০১৭২০-৬৮৫৯২০	
১৪	অভি ঘোষ	মৃত: অমল ঘোষ	০৫	নাই	০১৭১১-২১১৭৫০	
১৫	মিন্টুন দত্ত	কেষ্ট দত্ত	০১	নাই	০১৭২০-৬৮৫৯২০	
১৬	সমীর দে	মানিক দে	০১	নাই	০১৭৪২-৯০১৮১৫	
১৭	আববাস শেখ	শেখ আঃ লতিফ	০১	নাই	০১৭৫২-০৪৭১৫২	
১৮	আলতাফ হোসেন	জালাল শেখ	০১	নাই	০১৭৫২-০৪৭১৫২	
১৯	রোস্তম শেখ	======	০৭	নাই	০১৭৩৩-১০৭০৭২	
২০	ফয়সাল শেখ	গনি শেখ	০৭	নাই	০১৮২৮-৭৪১২১৪	
২১	আরমান শেখ	আলতাফ শেখ	০১	নাই	০১৭৫২-০৪৭১৫২	
২২	মোঃ রফিক খান	======	০১	নাই	০১৯৪৩-৭৬৪০১৩	
২৩	মোঃ হাফিজ শেখ	মোঃ হারেজ শেখ	০৯	নাই	০১৭২৮-৯৫০৮০৪	
২৪	মোঃ এরশাদ কাজী	কাজী রুস্তম কাজী	০৮	নাই	০১৭২০-৬৮৫৮৭৯	
২৫	নূর মোহাম্মাদ ঢালী	আবুল ঢালী	০৮	নাই	০১৭৯৩-৬৪৫৮৮৭	
২৬	শাহাজাহান শেখ	তোরাফ আলী শেখ	০৪	নাই	০১৭৩১-৪৫৪৩২২	
২৭	সৈয়দ রাজু	এনদাদ মীর	০৫	নাই	০১৭৫৮-৪১৩৬২৬	
২৮	সজল শেখ	আবুল ঢালী	০৮	নাই	০১৯২১-৯৪৫০০৬	
২৯	রফিকুল ইসলাম	আঃ লতিফ শেখ	০৪	নাই	০১৭৬১-৭৫৭৯৩৭	
৩০	শেখ বেল্লাল হোসেন	আকাম উদ্দিন শেখ	০৪	নাই	০১৮৫৮-০৯৫৯৬৯	
৩১	কারিমা বেগম	স্বাঃ আওয়াল হোসে	০৪	নাই	০১৮৩৩-৭৭১৪১৪	
৩২	ফিরোজা বেগম	স্বাঃ আব্দুল গনি	০৪	নাই	০১৯২১-৯৪৫০০৬	
৩৩	মৌসুমী আক্তার	আব্দুল গনি	০৪	নাই	০১৮২৮-৭৪১২১৪	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

মূলঘর ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	কাজী ফারুকুজ্জামান	গোলাম রহমান	০১	নাই	০১৯১২-৮২৬৩৮৩	এফজিডিএর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	শেখ রাসেল	জহুরুল হক	০১	নাই	০১৭১৪-৫৭২১৫৭	
০৩	কামাল হোসেন	আ: ছালাম	০৩	নাই	০১৭৪৩-৯১৫৬৩৩	
০৪	সুকান্ত মন্ডল	সহাদেব মন্ডল	০৫	নাই	০১৭২০-৫১৫১১৪	
০৫	হোসনেয়ারা বেগম	নাজিম শেখ	০২	নাই	০১৯২২-৩১৭৬৫০	
০৬	খাদিজা খানম	মো: মহাসীন	০১	নাই	০১৭৫৩-৩৫৭২১০	
০৭	অপূর্ব রায়	অর্ধেন্দু রায়	০৯	নাই	০১৭১৮-৯০৪৯০৬	
০৮	অমলেন্দু বিশ্বাস	অতুল বিশ্বাস	০৬	নাই	০১৭১৯-৭৬৮৬২০	
০৯	আশিষ কুমার রায়	মনোহর রায়	০৬	নাই	০১৭১২-২৫১৮৭৪	
১০	মনোরঞ্জন রায়	রশিক লাল রায়	০৮	নাই	০১৭২২-২১১৬০৬	
১১	গোশাই দাস বৈরাগী	নিবারন বৈরাগী	০৭	নাই	০১৭৩২-৭৭৮১৭৪	
১২	চিন্ময় বিশ্বাস	অনন্ত বিশ্বাস	০৬	নাই	০১৭১৫-৬৪৫৮৬৭	
১৩	গোলক বিশ্বাস	বিমল বিশ্বাস	০৫	নাই	=====	
১৪	জয়দেব বিশ্বাস	নকুল বিশ্বাস	০৬	নাই	০১৭৫৪-৬০৮৬০৬	
১৫	ননী রানী বিশ্বাস	সুনীল বিশ্বাস	০৭	নাই	০১৭২০-৯১৯৩৮২	
১৬	অর্পনা মন্ডল	সুমন্ত বিশ্বাস	০৮	নাই	০১৬৭১-৫৬৬২৯৯	
১৭	শিমুল গোলদার	ভগিরথ গোলদার	০৬	নাই	০১৭৩৫-০৫৬৬৮৪	
১৮	আশালতা বিশ্বাস	অশোক বিশ্বাস	০৭	নাই	০১৭৩২-৫৯২৬৩০	
১৯	অঞ্জনা রায়	বিরেন্দ্রনাথ রায়	০৮	নাই	=====	
২০	জয়মালা বিশ্বাস	অনন্ত বিশ্বাস	০৬	নাই	০১৮১১-৩৮৮৬৫৯	
২১	গোলাম ছরোয়ার	রিয়াজ উদ্দিন	০২	নাই	======	
২২	কামনা মজুমদার	সুভাষ মজুমদার	০৮	নাই	০১৮১২-৬৯৮৪৩০	
২৩	দিপালী মন্ডল	লিটন বিশ্বাস	০৮	নাই	০১৭২১-৬৮৯৯২১	
২৪	অপু বিশ্বাস	মিল বিশ্বাস	০৮	নাই	০১৭১১-৮২৪৫৫২	
২৫	আশিক মজুমদার	তাপস মজুমদার	০৮	নাই	০১৮৫-৯৭১৯২৭	
২৬	অজয় রায়	গন্ধরাজ রায়	০৯	নাই	=====	
২৭	সজল বালা	অমল বালা	০৯	নাই	০১৮৩৮-১৮৩৬৩৯	
২৮	সুমল মন্ডল	বিকাশ মন্ডল	০৯	নাই	০১৮৪০-৫৭২৭৩৫	
২৯	অসিম রায়	প্রফুল্ল রায়	০৯	নাই	০১৭৪৫-৬০৪৯৭৮	
৩০	পপি রায়	সন্তোষ রায়	০৯	নাই	০১৭১৫-৭১২৫৭৭	
৩১	দেবাশিষ রায়	মনোহর রায়	০৬	নাই	০১৭২০-৫০৫৬২১	
৩২	শেখ আবু বকর	সিদ্দিক শেখ	০৩	নাই	০১৭১০-৯০০৩৯৩	
৩৩	সনাতন বালা	জুড়ান বালা	০২	নাই	০১৮১২-৮৩৬১৩৬	
৩৪	তারক বর্মন	বিভুতি বর্মন	০৭	নাই	=====	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ফকিরহাট ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসুত্র
০১	শেখ ছরোয়ার হোসেন	মৃত: আজিজুল হক	০১	নাই	০১৭১১-৩৯৭৫২২	এমজিডিহর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	খান হারুনার রশিদ	মৃত: ইসমাইল	০১	নাই	০১৭১৫-১৮২৮১৪	
০৩	শেখ আনিছুর রহমান	মৃত: শেখ আনছার	০১	নাই	০১৭২৪-১১৫০৬৯	
০৪	অপুর্ব কুমার ঘোষ	নিতাই ঘোষ	০১	নাই	০১৭১৬-৭৮১৬১৮	
০৫	শেখ সৈয়দ আলী	মৃত: শেখ ওছির উদ্দিন	০২	নাই	০১৭১৬-৭০১৭০৪	
০৬	শেখ আঃ ছালাম	মৃত: শেখ আফছার উদ্দিন	০২	নাই	০১৫৫৩-৭৯৪৮০৮	
০৭	শেখ মোক্তার আলী	শেখ বকর আলী	০২	নাই	০১৭৬৯-৯১২০০৯	
০৮	জিল্লুর রহমান	মৃত: আঃ হাকিম	০২	নাই	০১১৯১-৬০১৪৮৯	
০৯	আসাদ শেখ	শেখ আবুল হোসেন	০৩	নাই	০১৭১১-৪৪৮৯৩১	
১০	শেখ এখলাজ হোসেন	মৃত: কালু মিয়া	০৩	নাই	০১৭১৮-৩২৬২৮৯	
১১	গোবিন্দ কুমার	জীবন বসু	০৩	নাই	০১৭১৪-৩৯৬০৯৬	
১২	শেখ হযরত আলী	মুহাম্মদ আলী	০৩	নাই	০১৭২৪-৯৫৬৮২৮	
১৩	নারায়র মজুমদার	মৃত: সুবীর মজুমদার	০৪	নাই	০১৭২৫-৯১৯২৯১	
১৪	শেখ মোসলেম উদ্দিন	মৃত: আয়েন উদ্দিন	০৪	নাই	০১৭১১-২৭৪৩০৮	
১৫	নজরুল গাজী	মৃত: মানিক গাজী	০৪	নাই	০১৭৩০-১৮১৪২১	
১৬	রেজাউল করিম	ফকির হোসেন আলী	০৫	নাই	০১৭৪৭-০৭৪২৪৭	
১৭	কানাই দেব নাথ	মৃত: হরি দাস	০৫	নাই	০১৭৩১-৪৫৪৩৬৪	
১৮	শেখ নওসের আলী	ওয়াজেদ উদ্দিন	০৫	নাই	০১৭১৬-৪৪৬৮৮৮	
১৯	শেখ ইয়াসিন	শেখ আঃ করিম	০৬	নাই	০১৭১৭-৭৫১৯০০	
২০	শেখ আইয়ুব আলী	মৃত: শেখ পাচু	০৬	নাই	০১৭২৮-৭৫০২৯৩	
২১	শেখ মাসুম	মৃত: শেখ আবু তালেব	০৬	নাই	০১৭১৯-০১৫০০৮	
২২	শেখ জিল্লুর রহমান	মৃত: শেখ মাসুদ উদ্দিন	০৭	নাই	০১৭১১-৩৫৯৭৮৫	
২৩	মোড়ল আঃ জলিল	মৃত:আঃ মোকাম	০৭	নাই	০১৭১১-১৯৭৪৫০	
২৪	মোল্ল্যা আক্কাস আলী	মোল্ল্যা ছায়েম আলী	০৭	নাই	০১৭২১-০৪৬০৩২	
২৫	সৈয়দ আকবর আলী	সৈয়দ বেলায়েত আলী	০৮	নাই	০১৭২৫-৫২৩০৩১	
২৬	শেখ ফরহাদ হোসেন	মৃত: শেখ এয়াকুব আলী	০৮	নাই	০১৭১৬-৯৫৩৪৭০	
২৭	কাজী নূর মোহাম্মাদ	মৃত: নন্দ কাজী	০৮	নাই	০১৭২৬-২৭৮৭৮৬	
২৮	অশোক রায়	শিবনাথ রায়	০৮	নাই	০১৭৪৩-৯০৮৭৮০	
২৯	এবারাত আলী বিশ্বাস	মৃত: হারেজ আলী বিশ্বাস	০৯	নাই	০১৭৩৯-১৩৫১৪৫	
৩০	শেখ সাইফুজ্জামান	মৃত: শেখ আফছার উদ্দিন	০৯	নাই	০১৭১৪-৬৯৫৩০৬	
৩১	ননী গোপাল দত্ত	মৃত: ফনিভূষন দত্ত	০৯	নাই	০১৭৫৬-৩১৩৯৯৫	
৩২	মোল্ল্যা মুজিবর রহমান	মৃত: মোল্ল্যা মতলেব রহমান	০৯	নাই	০১৭১৭-৫৮৩২৬৪	
৩৩	জিয়া উদ্দিন মোড়ল	রওশন আলী মোড়ল	০৪	নাই	০১৭২১-৩৩২৩৫০	
৩৪	শাহিনা বেগম	স্বা: তালেব আলী	০৩	নাই	০১৪৪৫-৪২৮৬৩৬	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

বাহিরদিয়া ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	মোঃ তারিক শেখ	মোঃ খলিলুর রহমান শেখ	০১	নাই	০১৭১৬-৮৪১০৩৩	এফজিডিএর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	মোঃ মাসুদ শেখ	শেখ হাফিজুর রহমান	০১	নাই	০১৮২৭-৫৫৮৫৭২	
০৩	আরিফ খান	মোঃ হায়দার খান	০১	নাই	০১৭৭৮-০৭১১৯৭	
০৪	মামুন শেখ	আহম্মদ শেখ	০২	নাই	০১৭১৪-৯৩১৩৯০	
০৫	শেখ সাহিকুল ইসলাম	ইলিয়াছ শেখ	০৪	নাই	০১৭২২-৫১১৯১০	
০৬	জববার শেখ	আফছার উদ্দিন শেখ	০৩	নাই	০১৭৭০-৭৫২২৫২	
০৭	রেজাউল ইসলাম	সামাদ উদ্দিন শেখ	০৪	নাই	০১৭১৯-৮৪৯৮৩০	
০৮	আহম্মদ শেখ	হামিদ শেখ	০৪	নাই	০১৭৪৫-৯৫৪৪০৯	
০৯	সাঈদ শেখ	শাহাজান শেখ	০৪	নাই	০১৭৪৩-৯৩১৮০৮	
১০	মোঃ শিমুল শেখ	আজিজুর রহমান	০৪	নাই	০১৭২৮-২৪২৩৮৬	
১১	সাইদুল শেখ	সামাদ শেখ	০৪	নাই	০১৭২৫-১৭৬৯৩৬	
১২	ইবাদ শেখ	গোলাম মোস্তফা শেখ	০৪	নাই	০১৯৩৯-৩৪৬১৮৯	
১৩	কামরুল শেখ	আঃ ছত্তার শেখ	০৪	নাই	০১৯২৭-৩৭২৯১১	
১৪	শফিক শেখ	মজিদ শেখ	০৪	নাই	০১৯১৬-৪৮২০৩৬	
১৫	সালমা বেগম	স্বা: বাবুল শেখ	০৪	নাই	০১৯২১-৯২৩০৫৩	
১৬	ইকরাম শেখ	আঃ মালেক শেখ	০৪	নাই	০১৭৫২-৬৩৬১৬৪	
১৭	জলিল শেখ	মঞ্জুর শেখ	০৪	নাই	০১৮৩৬-১৪১৮৬২	
১৮	জীবন দাস	নগেন দাস	০৫	নাই	০১৭৩১-৩২৫৫৬৮	
১৯	মকসূদ শেখ	আক্কাস শেখ	০৮	নাই	০১৮৩৩-৮৭১৩৪৭	
২০	তুহিন রসুল	গোলাম রসুল	০৯	নাই	০১৭১৮-৭৭৬৪৬১	
২১	ফাতেমা বেগম	স্বামী- আতিয়ার রহমান	০১	নাই	০১৭৪৪-৮৯৪২১৫	
২২	কিশর মিত্র	কানাইলাল মিত্র	০৯	নাই	০১৭৪৫-৬০৪৩০০	
২৩	হায়দার আলী	আফছার শেখ	০৯	নাই	০১৯২০-২৭৭৫৮৮	
২৪	এখলাছ শেখ	ইনছান শেখ	০৯	নাই	০১৭১৫-৯১৫২৯০	
২৫	আরিফুল গাজী	ইশারাত গাজী	০৯	নাই	০১৮২০-৬২৬২০১	
২৬	ফারজানা খাতুন	হায়দার খান	০১	নাই	০১৭২২-৪৬৭০১৫	
২৭	ফেরদাউস শেখ	ইউনুস শেখ	০৯	নাই	০১৮২২-৯৪৬৬৭০	
২৮	গোবিন্দ্র চন্দ্র রায়	সতিশ রায়	০৯	নাই	০১৯৬৫-৪৪০১৫১	
২৯	নজরুল ইসলাম	হাসেম শেখ	০৯	নাই	০১৭২৫-৯১৯৩৬৫	
৩০	দেলোয়ার হোসেন বিশ্বাস	হাকিম বিশ্বাস	০৯	নাই	০১৭১০-২৮৯৭৩১	
৩১	আক্তার শেখ	মহর আলী শেখ	০৪	নাই	০১৮৩১-৬৮৭৮৭৪	
৩২	জাহাঙ্গীর শেখ	মোতাহার শেখ	০১	নাই	০১৭৬৩-৮১৫৬০৩	
৩৩	খলিল শেখ	আফছার শেখ	০২	নাই	০১৯১৩-৩৬১৮৯২	
৩৪	ফাতেমা বেগম	স্বামী:ইসা মোড়ল	০১	নাই	০১৮৩৯-২৬২০৪০	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	তমরেশ অধিকারী	উপানন্দ আধকারী	০১	নাই	০১৭৩৫-৪৫৭০০০	এফজিডিহর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	সবুজ অধিকারী	বিজন অধিকারী	০১	নাই	০১৭২৪-৩৫১৯৭০	
০৩	লিটন মন্ডল	ঠাকুর মন্ডর	০১	নাই	০১৭৩৫-৪৫৭০০০	
০৪	মহাদেব মালী	হরি ঢালী	০১	নাই	০১৭৩৫-৪৫৭০০০	
০৫	জগেশ তরফদার	অনিল তরফদার	০২	নাই	০১৭১৫-২৬৮১৮৪	
০৬	সুনিল হালদার	ফণি ভূষন হালদার	০২	নাই	০১৭৭০-৮০৮০১৪	
০৭	ইনামুল সিকদার	কুদ্দুস সিকদার	০২	নাই	০১৭১৭-৩৪৮৫৪৮	
০৮	আরিফ শেখ	মোঃ শরিফুল ইসলাম	০৩	নাই	০১৭৫২-৬৩৭৭০২	
০৯	মবিনুর শেখ	মোঃ মোজাম শেখ	০৩	নাই	০১৭৩৫-৪৯৩৮৭৫	
১০	অমল চক্রবর্তী	মৃত: সুমঙ্গল চক্রবর্তী	০৪	নাই	০১৭৪১-১৮২৫২৭	
১১	রাজ্জাক শেখ	মৃত: ফজর শেখ	০৪	নাই	০১৯৩৪-৫০৪৭২৩	
১২	আফরোজা বেগম	স্বা: মোনতাজ শেখ	০৪	নাই	০১৭১৯-৭৭৭৭৩১	
১৩	নাজমা বেগম	স্বা: রফিকুল হাওলাদার	০৪	নাই	০১৭৩৫-৫৮৮৮৫২	
১৪	পপি বেগম	স্বা: আসাদুজ্জামান	০৮	নাই	০১৯৮৯-৫৭০৮০৪	
১৫	মোঃ আসাদুজ্জামান	আশ্বাব আলী শেখ	০৮	নাই	০১৭৫৮-১৮৭০৪০	
১৬	মোঃ আজমির হোসেন	মোঃ আকরাম সরদার	০৭	নাই	০১৯১৩-৫৩৯৪৩৭	
১৭	মামুন শেখ	হেমায়েত আলী শেখ	০৭	নাই	০১৯১৬-১০৩৪৩৮	
১৮	আকরাম সরদার	সাদেক সরদার	০৭	নাই	০১৭১৮-৩৪৮০০৭	
১৯	রুবেল সরদার	মৃত: দেলোয়ার সরদার	০৭	নাই	০১৯৪৪-২৩৮৭০৭	
২০	খান মাহফুজুর রহমান	গোলাপ খান	০৮	নাই	০১৭২০-৯০২৭৭০	
২১	সুমন শেখ	লুৎফর শেখ	০৮	নাই	০১৭১৪-৮৯০৫৬৬	
২২	নাইম শেখ	সায়েব আলী শেখ	০৮	নাই	০১৭৩৪-৪৭১৭৯৬	
২৩	রাজু শেখ	নুরো শেখ	০৮	নাই	০১৬৮৩-৮০২১৭০	
২৪	স্বপন খাঁ	বেদু খাঁ	০৯	নাই	০১৭১০-১২৫৬৮৯	
২৫	বিপ্রদাস রায়	মৃত: অর্জুন রায়	০৯	নাই	=========	
২৬	সুজিত বৈরাগী	সচিন বৈরাগী	০৯	নাই	০১৯৬২-৭০০৮৭০	
২৭	মিলন শেখ		০৬	নাই	০১৭১০-৬১৭৭০৮	
২৮	ঝলক সরদার	কুদ্দুস সরদার	০৬	নাই	০১৭৩৪-৮৯৬৭৭৭	
২৯	শহিদুল মল্লিক	মজিদ মল্লিক	০৫	নাই	=========	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

শুভদিয়া ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	নাজরল হাওলাদার	ইজারদ্দিন হাওলাদার	০১	নাই	====	এফজিডিএর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	আব্দুল্যা শেখ	মোন্তাজ শেখ	০১	নাই	====	
০৩	মুসলিমা বেগম	আঃ আলী শেখ	০১	নাই	====	
০৪	কার্তিক চন্দ্র ঘোষ	কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ	০২	নাই	০১৭১৪-৬৭২৮১৮	
০৫	জাকির হোসেন ফকির	মোস্তাক আলী ফকির	০২	নাই	০১৯১৩-১০৭৪৬৯	
০৬	মিজান শেখ	আঃ আলী শেখ	০২	নাই	০১৭২৭-৮৮৩০৭১	
০৭	মোনছোর আলী শেখ	ছবেদ আলী শেখ	০৩	নাই	====	
০৮	আলহাজ্ব ইকরামুল শেখ	সৈয়দ শেখ	০৩	নাই	০১৭১২-৪৯৭৩৭	
০৯	শিপ্রা বিশ্বাস	স্বাঃ বিনয় বিশ্বাস	০৩	নাই	====	
১০	চম্পা রায় চৌধুরী	মৃত নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস	০৪	নাই	====	
১১	শুকুমার ঘোষ	মৃত রশিক লাল ঘোষ	০৪	নাই	====	
১২	শওকাত শেখ	ইব্রাতুল্ল্যা শেখ	০৪	নাই	====	
১৩	মামুন শেখ	সৈয়দ শেখ	০৪	নাই	====	
১৪	মোঃ কবির হোসেন	মৃঃ হাবিবুর রহমান	০৫	নাই	====	
১৫	রওশনারা বেগম	স্বাঃ নূর মোহাম্মাদ শেখ	০৫	নাই	====	
১৬	আলহাজ্ব খলিলুর রহমান	মাওঃ আব্দুল খালেক শেখ	০৫	নাই	====	
১৭	সুষমা রাণী শীল	স্বাঃ গৌর চন্দ্র শীল	০৫	নাই	====	
১৮	এস্তফা মোল্ল্যা	মৃঃ হাসেম মোল্ল্যা	০৬	নাই	====	
১৯	লেয়াকত আলী মীর	মৃঃ মীর মোহাম্মদ	০৬	নাই	====	
২০	সরুলতা চৌধুরী	স্বাঃ মনোজ চৌধুরী	০৬	নাই	====	
২১	লেয়াকত শেখ	কিয়ামুদ্দিন শেখ	০৬	নাই	====	
২২	ডাঃ মঈন শেখ	মৃত আফছার উদ্দিন শেখ	০৭	নাই	০১৭৪৩-৭০১৯৩০	
২৩	কনিকা মন্ডল	স্বাঃ মহাদেব মন্ডল	০৭	নাই	০১৮২৮-০০৭৭৬৯	
২৪	শরফরাজ আলী শেখ	মৃতঃ মোখলেজ শেখ	০৭	নাই	০১৯৩৭-৭৭৫৭৯০	
২৫	ভাগ্য লক্ষী মল্লিক	স্বাঃ শীব প্রসাদ মল্লিক	০৮	নাই	====	
২৬	শাহা আলম শেখ	হারুন-অর-রশিদ	০৮	নাই	====	
২৭	রুবিয়া বেগম	নূর মোহাম্মাদ	০৮	নাই	০১৯১৪-৬৫১৮১২	
২৮	দীপাল মন্ডল	কালিচরন মন্ডল	০৮	নাই	====	
২৯	পঞ্চানন বিশ্বাস	মৃত দুমোধন বিশ্বাস	০৯	নাই	====	
৩০	নাসির শেখ	হোসেন আলী	০৯	নাই	====	
৩১	শাহানাজ বেগম	স্বাঃ মিনহাজ শেখ	০৯	নাই	====	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

লখপুর ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	ডা: আইয়ুব আলী	মোঃ রুহুল আমীন	০১	নাই	০১৯১৫-৪২০৭৪৬	এফজিডিএর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	জালাল মোল্ল্যা	মৃ: হাসেম মোল্ল্যা	০১	নাই	০১৯৬৭-৫৭১৫২৪	
০৩	জাহাঙ্গীর মোড়ল	আঃ হামিদ মোড়ল	০১	নাই	০১৯২৩-৪০২২৫০	
০৪	সোনিয়া বেগম	স্বা: আঃ ছালাম	০১	নাই	০১৭৫২২২১৭৮৬	
০৫	কুদ্দুস কাজী	ইলম বক্স কাজী	০২	নাই	====	
০৬	মোঃ মুরাদুজ্জামান	মৃ: ওহাব মোড়ল	০৭	নাই	০১৮১৬-৬০৪১২১	
০৭	শেখ আঃ হামিদ	মুক্তার আলী শেখ	০২	নাই	====	
০৮	মোঃ গাউস খাঁন	মৃ: আকরাম খাঁন	০৭	নাই	০১৭৪২-৯০১১২৩	
০৯	রশিদ বিশ্বাস	দিদার বিশ্বাস	০২	নাই	====	
১০	মহাসিন মোড়ল	জুমান মোড়ল	০৪	নাই	০১৭২২-৩১০৮৩২	
১১	মো: টুটুল মোড়ল	মো: আফছার মোড়ল	০৩	নাই	====	
১২	আ: রহমান শেখ	মো: ইসহাক শেখ	০৩	নাই	====	
১৩	আবু বক্কম্ম শেখ	কাসেম শেখ	০৪	নাই	০১৯৩৮-৬১৭০১৯	
১৪	এনামুল হক	মৃ: নুরুল হক	০৪	নাই	০১৭৫২৮৩৭১৩৬	
১৫	মোছাঃ খুকু মনি	স্বা: আজাহার শেখ	০৩	নাই	====	
১৬	জয়তুন্নেছা	আ: আশ্বাদ আলী	০৪	নাই	০১৯৪৪-৮৯৮৭২৮	
১৭	দেলোয়ার হোসেন	হাতেম শেখ	০৯	নাই	০১৯২৮৪৫০৬৩৭	
১৮	আকবর আলী	হাসান আলী শেখ	০৫	নাই	০১৭৪২-০৩৭৪০৪	
১৯	আবুল খায়ের	মৃ; নকিম উদ্দিন	০৫	নাই	০১৮৫২৪০০৫৩৩	
২০	আঃ ছত্তার মোল্ল্য	মৃ: মোকাম্মেল মোল্ল্যা	০৫	নাই	০১৯৩১০২৮৮৬৯	
২১	সুরাইয়া বেগম	মহর আলী শেখ	০৫	নাই	====	
২২	মোঃ সাহেন শাহ	রেজওয়ান শেখ	০৬	নাই	০১৯২০-০৬১০৪৭	
২৩	আফতিয়ার হোসেন	মৃ: সলিম উদ্দিন	০৬	নাই	০১৭২৪-২৬৪০০৪	
২৪	দৈ মন্ত্রী দাস	স্বা: চিত্তরঞ্জন দাস	০৮	নাই	====	
২৫	লতিফা বেগম	স্বা: লিয়াকত শেখ	০৬	নাই	০১৯২৫৩৩০৮১৫	
২৬	মোঃ আলঙ্গীর	মৃ; নূরুল হক	০৮	নাই	====	
২৭	আজমল হোসেন	মৃত ইসহাক হোসেন	০৮	নাই	====	
২৮	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃ: তফছির উদ্দিন	০৮	নাই	০১৭১০-৬১৫১৩০	
২৯	বিল্লাল হাওলাদার	মৃ: ইউছুব হাওলাদার	০৬	নাই	০১৯৩৮১২৫৬০২	
৩০	মোঃ আকবর হোসেন	ইসহাক শেখ	০৯	নাই	০১৭২৪-২১৮৭১৮	
৩১	মনিরা বেগম	স্বা: মোঃ খোরশেদ	০৯	নাই	০১৭২৪-১১৫৮৮৯	
৩২	মোঃ সেলিম রেজা	আঃ আজিজ	০৯	নাই	০১৭১৩-৯১৩৬৬৪	
৩৩	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃ: আজিজ	০৭	নাই	০১৭১৪-৮৪৬৬৭৮	
৩৪	হাসিনা বেগম	স্বা; শফিকুল ইসলাম	০৭	নাই	০১৭৪৯-৫৬২৫১৪	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

বেতাগা ইউনিয়ন, ফকিরহাট

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল	তথ্যসূত্র
০১	তাপস দে	নিমাই দে	০১	নাই	০১৭৩৬-৪৪০৫৭৪	এফজিডিহর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরবরাহ
০২	আনজিরা খাতুন	স্বা:খলিল শেখ	০১	নাই	====	
০৩	রাসেল শেখ	ইব্রাহিম শেখ	০১	নাই	০১৯৩৮-১৪১৭০৫	
০৪	ইনছান উদ্দিন শেখ	নেছার উদ্দিন শেখ	০২	নাই	০১৭২৩-৪১০৪১৪	
০৫	বাসারাত মোল্ল্যা	আফাজ মোল্ল্যা	০২	নাই	০১৭১৮৩৮১৫৬৫	
০৬	হেনারা বেগম	স্বা: আঃ সবুর শেখ	০২	নাই	০১৭২৮-৪০৩২৮২	
০৭	আরব আলী শেখ	আপ্তাব আলী শেখ	০৩	নাই	====	
০৮	হাসিনা বেগম	স্বা: আঃ মামুন শেখ	০৩	নাই	------	
০৯	বোরহান আহম্মেদ	আইজ উদ্দিন আহম্মেদ	০৩	নাই	০১৭১৬-১৩৪৪৮৪	
১০	মলিন পাল	মধাব পাল	০৩	নাই	====	
১১	আসাদ শেখ	গিয়াস উদ্দিন শেখ	০৪	নাই	০১৯৩২৭৪২৫৩৩	
১২	আরিফুল শেখ	নূর ইসলাম শেখ	০৪	নাই	০১৯৩২৬৮৭৪৮৪	
১৩	কুলসুম বেগম	সাইক শেখ	০৪	নাই	====	
১৪	ছায়রা বেগম	রাকিব শেখ	০৪	নাই	০১৯৬২-০৫৫৬৯৪	
১৫	রঞ্জিতা দাস	বিনয় কৃষ্ণ দাস	০৫	নাই	------	
১৬	বেবী বেগম	স্বস্বা: মারুফ শিকারী	০৫	নাই	------	
১৭	সুনীল দাস	মৃত: তৈলক্ষী দাস	০৫	নাই	------	
১৮	লিয়াকত শিকারী	হাসেম শিকারী	০৬	নাই	০১৯৪৯-২২৫৯০৯	
১৯	অর্চনা চক্রবর্ত্তী	শংকর চক্রবর্ত্তী	০৫	নাই	====	
২০	বিপ্লব কুমার দাস	মৃ: চিত্তরঞ্জন দাস	০৬	নাই	০১৯৬৪-৪৫২৪০৮	
২১	মিনতি চক্রবর্ত্তী	কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী	০৬	নাই	০১৭২২৬৪৫৮৩৩	
২২	ত্রিদীপ কুমার দাস	হরেন্দ্রনাথ দাস	০৬	নাই	====	
২৩	সাধন দাশ	সুভাষ চন্দ্র দাশ	০৭	নাই	০১৭১৬-১১৭৪৭৮	
২৪	সন্ধ্যা রানী দাস	স্বা: নরোত্তম দাস	০৭	নাই	------	
২৫	অসীনা চক্রবর্ত্তী	স্বা: হরেন চক্রবর্ত্তী	০৭	নাই	০১৭৩৪৫২৩৪৩৬	
২৬	রিতিকা দাস	স্বা: মৃত পিজুষ দাস	০৭	নাই	------	
২৭	আসাদ শেখ	মৃ: গোলাম শেখ	০৮	নাই	০১৭২৮-৭৫০১৬৫	
২৮	নিরাপদ রায়	মৃ: ননী গোপাল রায়	০৮	নাই	০১৭৩৩৫৩০৫৫৭	
২৯	কামনা রায়	স্বা: পলাশ রায়	০৮	নাই	====	
৩০	আরতী দেবনাথ	কৃষ্ণপদ দেবনাথ	০৮	নাই	====	
৩১	বিপন বিশ্বাস	মৃত: সুরাজ বিশ্বাস	০৯	নাই	০১৭৪৪-৪৪৩৪৪২	
৩২	রঞ্জিৎ বিশ্বাস	মৃত: সুরেন বিশ্বাস	০৯	নাই	০১৭২৪-৫৩৭০৪৭	
৩৩	মঞ্জু বসু	গুরুদাস বসু	০৯	নাই	০১৭২৮-৩৭৩০২৭	
৩৪	মমতা বিশ্বাস	স্বা: রবিন মল্লিক	০৯	নাই	------	

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
প্রকৃতপক্ষে উপজেলার আট ইউনিয়নেই দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য কোন মাটির কিল্লা তৈরী হয় নেই। আর এ কারনেই কোন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। তবে ফকিরহাট ইউনিয়নে একটি হেলিপ্যাড রয়েছে যা দুর্যোগের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।			

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মূলঘর ইউনিয়ন পরিষদ	সৈয়দ তৌহিদুল ইসলাম পপলু	০১৭১৪-৩২৮৯৬০	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিষদ	শিরিনা আক্তার	০১৯২২-৬৬৮৫৪৬	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
নলধা মৌভোগ ইউনিয়ন পরিষদ	কাজী মোঃ মহসিন	০১৭১২-২৬৬৭৫০	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
বাহিরদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ রেজাউল করিম ফকির	০১৭১৯-১৩৯৪৮১	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
পিলজংগ ইউনিয়ন পরিষদ	খানঁ শামিম জামান পলাশ	০১৭১৫-২৯২৬৪৬	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
লখপুর ইউনিয়ন পরিষদ	এস এম আবুল হোসেন	০১৭১৩-৪০০২৪৫	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ	স্বপন কুমার দাশ	০১৭১১-২৯৫৮৬১	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।
শুভদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	এম এ আউয়াল	০১৭১১-৪৮২২১৯	দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়।

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফকিরহাট।	ডাঃ মোঃ আতাউর রহমান, এমওডিসি	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	**টিম সদস্যঃ** ১. শেখ আমীর আলী, এইচ আই ২. নিতাই চন্দ্র পাল, এসএসিএমও ৩. নারায়ন চন্দ্র বসু, ফার্মাসিষ্ট ৪. রিপা খাতুন, সিএইচসিপি
লখপুর ইউনিয়ন	সেলিনা খাতুন, এএইচআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. কল্পনা রায় চৌধুরী, ২. মিলন শেখ, এইচএ ৩. নন্দিতা রানী নাথ, সিএইসসিপি
পিলজংগ ইউনিয়ন	বিভাষ চন্দ্র রায়. এসআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. রশিদা সুলতানা, এইচএ ২. রঞ্জন সেন, এইচএ ৩. সোহেলী মরিয়ম, সিএইসসিপি
ফকিরহাট ইউনিয়ন	গোলাম মোস্তফা, এএইচআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. শামছুন্নাহার, এইচএ ২. খান ফরিদা, এইচএ ৩. নাসিমা খাতুন, এইচএ
বাহিরদিয়া ইউনিয়ন	আঃ ছালাম, এএইচআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. আঃ রাজ্জাক, এইচএ ২. কারিমা খানম, এইচএ ৩. জান্নাতুল মেওয়া, সিএইসসিপি
নলধা ইউনিয়ন	শেখ মুজিবুর রহমান, এএইচআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১.ঝর্ণা বিশ্বাস, এইচএ ২. মরিয়ম বেগম (ডলি) এইচএ ৩. মিহিনা খাতুন, এইচএ
মুলঘর ইউনিয়ন	বঙ্কিম মূখার্জি, এএইচআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. খাদিজা খানম, এইচএ ২. প্রমানন্দ অধিকারী, এইচএ ৩. শারমিন সুলতানা, সিএইসসিপি
শুভদিয়া ইউনিয়ন	আবুল কাসেম, এএইচআই	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. মল্লিক হায়দার আলী, এইচএ ২. ডালিম শেখ, সিএইসসিপি ২. প্রিন্স তরফদার, সিএইসসিপি
বেতাগা ইউনিয়ন	সুলতানা জুবাইদা, এইচএ	০৪৬৫৩৫৬২৪৪	১. আফরোজা বুলবুল, এইচএ ২. কল্পনা পাল, এসএসিএমও ৩. সেলিনা খাতুন

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
আট ইউনিয়নসহ উপজেলা সদরে কোন ফায়ার স্টেশন নেই। কোথাও কোন অগ্নি সংগঠিত হলে জেলা সদর বাগেরহাট থেকে অগ্নি নির্বাপক দল/ গাড়ী এসে তাহা নির্বাপক করে। তবে উপজেলার সকল স্তরের জণগোষ্টির ফায়ার স্টেশনের চাহিদা রয়েছে। উপজেলায় কোন অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি নেই।			

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বেতাগা	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
ফকিরহাট	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
নলধা মৌভোগ	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
লগপুর	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
শুভদিয়া	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
পিলজংগ	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
মুলঘর	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		
বাহিরদিয়া	ইউপি'র কাছে কোন তথ্য নেই		

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়নর নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
বেতাগা	১. সুকুমার দাস	০১৭১১-১৪৬৮১১	
	২. দ্বিপক নন্দী	০১৭৪৯-০৩৫৭৮২	
	৩. সঞ্জয় অধীকারি	০১৭১১-০৬৫৭০৯	
ফকিরহাট	১. শেখ মোহাম্মদ আলী	চেয়ারম্যান ও ইউপি'র সচিব মোবাইল নং সংগ্রহ করেন নাই।	
	২. শেখ লিয়াকত আলী		
	৩. সৈয়দ মিজানুর রহমান		
	৪. শেখ মোসলেম উদ্দিন		
নলধা মৌভোগ	১. সরদার মিজানুর রহমান	চেয়ারম্যান ও ইউপি'র সচিব মোবাইল নং দিতে পারেন নাই।	
	২. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী		
	৩. নিজাম শেখ		
	৪. আলহাজ্ব মোঃ আলম সরদার		
	৫. আঃ কুদ্দুস বড়মিয়া		
	৬. বাবু অমিত মুখার্জি		
	৭. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন		
লগপুর	১. আমির আলী হোসেন	চেয়ারম্যান ও ইউপি'র সচিব মোবাইল নং সংগ্রহ করেন নাই।	
	২. জাহাঙ্গীর হোসেন		
	৩. মোমিন ফরাজী		
শুভদিয়া	১. শেখ নাজিম উদ্দিন	০১৭১৮-৫৫৫৬৬১	
	২. গোবিন্দ্র কুন্ডু	০১৭১৫-৮৫৭০৭২	
	৩. ইকলাছ শেখ	০১৭১২-২৪৯৭৩৯	
পিলজংগ	১. মোসারেফ হোসেন	০১৭১৫-০৪২৯৯৩	
	২. মোঃ মনির তালুকদার		চেয়ারম্যান ও ইউপি'র সচিব মোবাইল নং দিতে পারেন নাই।
	৩. সমির দে	০১৭৪২-৯০১৮১৫	
	৪. মোহাম্মদ ফায়সাল	০১৯১৭-৭৬৩০৬০	
মুলঘর	১. সৈয়দ তহিদুল ইসলাম	০১৭১৪-০২৮৯৬৭	
	২. অপূর্ব রায়		চেয়ারম্যান ও ইউপি'র সচিব মোবাইল নং দিতে পারেন নাই।
	৩. সু নির্মল পাড়	০১৭১২-৪০৫৫৭৩	
বাহিরদিয়া	১. ওয়াহেদ মোড়ল	০১৭৩৪-৮৪৫৫২৩	

	২. রবীন্দ্রনাথ হালদার	০১৭৩৬-৩০৩২২৩	
	৩. হুমাউন কবির বাচ্চু	০১৮২৩-৮৩১৩৩০	
	৪. সঞ্জয় সাহা		চেয়ারম্যান ও ইউপি'র সচিব মোবাইল নং দিতে পারেন নাই।
	৫. জাকির শেখ		
	৬. বাবলু কুন্ডু		

তথ্যসূত্র: ইউনিয়ন পরিষদ

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা/জেলা

আয়তন	১৬০.৬৮-বর্গ কি:মি:(৩৯৭০৫ একর)	গীর্জা	১টি
ইউনিয়ন/ উপজেলা	৮টি	ঈদগাঁহ্	৬৫টি
মৌজা	৬৭টি	ব্যাংক	১৫টি
গ্রাম	৮৭টি	পোস্ট অফিস	১৮টি
পরিবার	৩৩,১৩৩-খানা	ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	৫৪টি
মোট জনসংখ্যা	১,৩৭,৭৮৯-জন	হাট বাজার	১৭টি
পুরুষ	৬৯,৪০২-জন	কবরস্থান	৬টি (পাবলিক), তবে পারিবারিক ভাবে শতাধিক কবরস্থান রয়েছে
মহিলা	৬৮,৩৮৭-জন	শ্মশান ঘাট	৩০টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২৯টি	মুরগির খামার	৪৭টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৩টি	তাঁত শিল্প কারখানা	নাই
ক্ষুদ্র শিল্প (বাশঁ, স্বর্ণকার, ফার্ণিচার, কামার, কুমোর, টেইলরিং ও কাথা সেলাই	৫০৮টি	চিংড়ী কোং	২টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০টি	গভীর নলকূপ	১৫০৩টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২টি সরকারী ও ২৪টি বে-সরকারী	অগভীর নলকূপ	২২৩৭টি
কলেজ	৩টি	হস্ত চালিত নলকূপ	৩৭৪০ টি
ব্র্যাক স্কুল		নদী	৩টি (বড়)
কিন্টার গার্ডেন স্কুল		খাল	১৪টি (বড়)
শিক্ষার হার	৬২%	বিল	২৩টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৭টি	হাওড়	নাই
বাঁধ	১টি, ৩৬/১ পোল্ডার	পুকুর	১৮টি (সরকারী)
স্লুইচ গেট	১৬টি	জলাশয়	৫৪টি (সরকারী)
ব্রীজ	১০টি (১২ মিঃ উপরে)	কাঁচা রাস্তা	৫৬৩ কি:মি:
কালভার্ট	৪৭১টি (১২ মিঃ নিচে)	পাকা রাস্তা	৬১ কি:মি:
মসজিদ	১৭০টি	মোবাইল টাওয়ার	
মন্দির	৬৬টি	খেলার মাঠ	৪১টি

তথ্যসূত্রঃ বিবিএস, উপজেলার বিষয়ভিত্তিক দপ্তরসমূহ ও ইউনিয়ন পরিষদ

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

* সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
কমিউনিটি রেডিও নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	নিরাপদ জীবন	বিকালঃ ৪.৪৫-৫.০০মিঃ	শনি, রবি. সোম ও মঙ্গলবার
	বুলেটিং (দুর্যোগের সময়)	বিকালঃ ২.৩০মিঃ. ৪.৩০মিঃ ও রাতঃ ১১.০০টা	(দুর্যোগের সময়)
কমিউনিটি রেডিও ঝিনুক, ঝিনাইদাহ সদর	আর্সেনিক অন ফায়ার	৩০মিঃ	অন ইয়ার শুরু হয় নাই (সিডিএমপি'র অর্থায়নে)
	আগুন	১২মিঃ	
কমিউনিটি রেডিও সুন্দরবন, কয়রা, খুলনা	জলের সাথে লড়াই	রাতঃ ৮.০০-৮.৩০মিঃ	প্রতি মঙ্গলবার ও পুণঃপ্রচার প্রতি বুধবার